POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

নিশ্চয় যাহারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করিয়াছে, তাহারা আদৌ আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না; এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

(আলে ইমরান:১৭৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 10

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 5 মার্চ, 2020 9রজব 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

এটি একটি নিশ্চিত বিষয় যে খোদা তা'লা তাদের সাহায্য করেন যারা নিজেদেরকে সাহায্য করে। কিন্তু যারা অলসতা করে, অবশেষে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। খাদা তা'লা জাতির উপর আসা প্রত্যেক বিপদ ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই জাতি তা নিজে দূর করার চেষ্টা করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

প্রত্যেক ব্যধির চিকিৎসা আছে

একথা সঠিক নয় যে কোনও ব্যক্তি কতক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে এবং কতক গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে না। না, প্রত্যেক ব্যধির চিকিৎসা রয়েছে। পরিতাপ! লোকেরা এই আশিসময় বাণীর কদর করে না এবং এটিকে কেবল বাহ্যিক রোগ-ব্যধি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ বলে মনে করে। এমন মতবাদ চরম অবহেলা এবং ভ্রান্তির পরিচায়ক। যেখানে একটি নশ্বর দেহের সংশোধন ও সুস্থ্য থাকার যাবতীয় উপকরণ রয়েছে, সেক্ষেত্রে কি মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা আল্লাহ্‌র কাছে কিছু না থাকা সম্ভব? আছে অবশ্যই আছে!!

এটি একটি নিশ্চিত বিষয় যে খোদা তা'লা তাদের সাহায্য করেন যারা নিজেদেরকে সাহায্য করে। কিন্তু যারা অলসতা করে, অবশেষে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

বার্ধক্য দুই প্রকারের

যেভাবে মানুষ সেই বয়সে উপনীত হয়, যখন তার দেহ ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকে, যাকে বার্ধক্য বলা হয়। সেই সময় চোখ কাজ করা বন্ধ করে দেয়, মানুষ কানে কম শোনে। মোটকথা দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রায় অকেজো ও অসমর্থ হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে স্মরণ রেখো! বার্ধ্যক্য দুই প্রকারের। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক। স্বাভাবিক বার্ধক্যের কথা এই মাত্রই আলোচনা করলাম। অস্বাভাবিক বার্ধক্য হল কোনও ব্যক্তি যদি নিজের রোগ-ব্যাধির তোয়াক্কা না করে, তবে তা তার জন্য অকাল বার্ধক্য ডেকে আনতে পারে। যেভাবে দেহতন্ত্রে এই নিয়ম কাজ করে, ঠিক তদনুরূপ আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। কেউ যদি নিজের ত্রুটিপূর্ণ চরিত্রকে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীতে পরিণত করার চেষ্টা না করে, তবে তার চারিত্রিক অবস্থার চরম অধঃপতন ঘটে। রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী এবং কুরআন করীমের শিক্ষা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্টরূপে প্রমাণ হয়েছে যে প্রত্যেক ব্যাধির চিকিৎসা রয়েছে। কিন্তু যদি অলসতা মানুষকে ঘিরে ধরে, তবে ধ্বংস হওয়া ছাড়া উপায় কি? কেউ যদি একজন বৃদ্ধের ন্যায় ঔদাসীন্য নিয়ে জীবন কাটায়, তবে তাকে কিভাবে রক্ষা করা যেতে পারে?

সংগ্রাম এবং দোয়ার মাধ্যমে চরিত্র পরিবর্তন সম্ভব

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সংগ্রাম না করে, দোয়া না করে, সে অন্তরকে ঘিরে রাখা অজ্ঞতার জমাট অন্ধকারকে দূর করতে পারে না। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ (সূরা রাদ,আয়াত: ১২) অর্থাৎ খোদা তা'লা জাতির উপর আসা প্রত্যেক বিপদ ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই জাতি তা নিজে দূর করার চেষ্টা করে। সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন না করলে কিভাবে পরিবর্তন সম্ভব? এটি আল্লাহ্ তা'লার অটল নিয়ম। যেরূপ তিনি বলেছেন- 'লান তাজেদা লিসুন্নাতিল্লাহি তাবদীলা'। (সূরা আহযাব,আয়াত: ৬৩) অতএব আমাদের জামাত হোক কিম্বা অন্য কেউ, চরিত্র পরিবর্তন তখনই করতে পারবে যখন সংগ্রাম ও দোয়ার পথ অবলম্বন করবে। অন্যথায় এমনটি সম্ভব নয়।

চরিত্র পরিবর্তন সম্পর্কে দুটি মতবাদ

চরিত্র পরিবর্তন সম্পর্কে দার্শনিকদের দুটি মতবাদ রয়েছে। এক দলের বিশ্বাস, মানুষ নিজের চরিত্র সংশোধনে সমর্থ। অপর দলটির মনে করে, এমনটি করতে মানুষ সমর্থ নয়। আসল কথা হল যদি অলসতা না থাকে আর মানুষ চেষ্টা করে তবে পরিবর্তন সম্ভব। এখানে আমার একটি গল্প মনে পড়ছে, যাতে বলা হয়েছে বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর কাছে এক ব্যক্তি আসে, যে দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরে সংবাদ পাঠায়। প্লেটোর রীতি ছিল আগন্তুকের বেশভূষা ও দেহাবয়ব না জেনে নেওয়া পর্যন্ত তাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিতেন না। তিনি মুখাকৃতি বিচার করে চরিত্র নির্ণয়বিদ্যা দ্বারা জেনে নিতেন যে মানুষটি কেমন। ভৃত্য নিয়ম মত সেই ব্যক্তির বেশভূষা বর্ণনা করলে প্লেটো উত্তর দিলেন, সেই ব্যক্তিকে গিয়ে বলে দাও, যেহেতু তোমার মধ্যে হীন চারিত্রিক গুণাবলী খুব বেশি পরিমাণে আছে, তাই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই না। সেই ব্যক্তি প্লেটোর এই উত্তর শুনে ভৃত্যকে বলল, তুমি তাঁকে বলে দিও যে আপনি যা কিছু বলেছেন তা সঠিক, কিন্তু আমি নিজের কু-অভ্যাসের মূল উৎপাটন করে আত্ম-সংশোধন করে নিয়েছি। একথা শুনে প্লেটো বললেন, হ্যাঁ, এটা হতে পারে। এরপর সেই ব্যক্তিকে তিনি ভিতরে ডেকে পাঠান এবং পরম শ্রদ্ধা ও সম্মান সহকারে তার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। যে সব দার্শনিকগণ মনে করেন যে চরিত্র সংশোধন সম্ভব নয়, তাঁরা ভ্রান্তিতে রয়েছেন। আমরা দেখি কিছু পেশাদার মানুষ যারা উৎকোচ গ্রহণ করে, তারা যখন প্রকৃত তওবা করে ফেলে, তখন তাদেরকে স্বর্ণের পর্বত দেওয়া হলেও ফিরে দেখে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৭-১১৯)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

করোনা ভাইরাস থেকে ছড়িয়ে পড়া মহামারি থেকে রক্ষা পেতে হোমিওপ্যাথি ব্যবস্থাপত্র

সারা বিশ্বে corona virus দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে মহামারির রূপ ধারণ করেছে। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে প্রতিষেধক হিসেবে নিম্নোক্ত ঔষধ সেবন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রতিষেধক হিসেবে

১) প্রতিষেধক ওষুধগুলি দুই সপ্তাহ পর্যন্ত নিয়মিত সেবন করার পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত বন্ধ রেখে পুনরায় দুই সপ্তাহ সেবন করুন। এভাবে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত এর পুনরাবৃত্তি করুন। ৫ বছরের কম বয়সের শিশুদেরকে এই ওষুধ সপ্তাহে একবার দিন।

1. ACONITE-200

2. ARSENIC ALB -200

3. GELSEMIUM-200

2) 5-15 বছরের বাচ্চা এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য

ক) ACONITE-200, ARSENIC ALB -200, GELSINIUM-200

(খ) Chellidonium Maj -1x

এই দুটি ওষুধ 'ক' এবং 'খ' তিন দিন অন্তর পালাক্রমে (যেমন সোমবার এবং বৃহস্পতিবার) সামান্য জলসহ দশ ফোঁটা করে একবার।

৩) এছাড়া অন্য সকলের জন্য:

1. ACONITE-200

2. ARSENIC ALB -200

3. GELSEMIUM-200

এই তিনটি ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে দুদিন একবার করে । (তিনদিন অন্তর) এবং দশ ফোঁটা ওষুধ সামান্য পরিমাণ জলসহ সপ্তাহে তিন দিন (দুই দিন অন্তর) একবার করে।

মহামারি দ্বারা আক্রান্ত হলে

1) Influenzum-200, Bacillinum-200, Diptherinum-200

এক সপ্তাহ সকাল-সন্ধ্যা, এরপর সপ্তাহে দুইবার (তিনদিন অন্তর)

২) Arnica-30, Baptisea-30, Arsenic Alb-30,Hepar Sulph-30, Nat. Sulph-30

দশ দিনে দুই থেকে তিন বার

৩) Chellidonium Maj -1x সামান্য জলসহ দশ ফোঁটা করে দিনে দুইবার।

১১ পাতার পর.....

গেছেন। কুরআন করীম এবং হাদীসে মসীহ ও মাহদীর আগমণের যে লক্ষণাবলী বর্ণিত হয়েছে, সেগুলিও পূর্ণ হয়েছে। মুসলমানদের অনেকেই বিশ্বাস করে যে লক্ষণাবলী পূর্ণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা মসীহ্‌র আগমণের অপেক্ষায় বসে আছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ-এর নিদর্শনও পূর্ণ হয়েছে। এই নিদর্শন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে লোকেরা বলেছিল, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নিদর্শন পূর্ণ হয় নি। ১৮৯৪ সালে হাদীসে বর্ণিত সমস্ত লক্ষণাবলী সহকারে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সংঘটিত হয়েছে। এবং পরের বছরই ১৮৯৫ সালেই পশ্চিম গোলার্ধেও চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সংঘটিত হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মুসলিম জাতি সংস্কারক চায়, কিন্তু এখনও অপেক্ষা করছে। যদি এখন না আসেন তবে তিনি কবে আসবেন? আমরা তাদেরকে বলি এই লক্ষণাবলী এবং নিদর্শনাবলী এবং ভবিষ্যদ্বাণী সবই পূর্ণ হয়েছে, আর এটিই মসীহ ও মাহদীর আগমণের সময়।

হুযুর আনোয়ার ভদ্রলোককে বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) রচিত দাওয়াতুল আমীর-এর রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। পুস্তকটি অধ্যয়ন করুন।

তাজাকিস্তান থেকে আসা এক বন্ধু বলেন, তাঁর বয়স ৭০বছর। জামাত আহমদীয়া এত পুরোনো হলে তিনি এতদিন এ সম্পর্কে জানতে পারেন নি কেন? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলাম ধর্ম ১৪০০ বছর পুরোনো। আমেরিকা মহাদেশের কিছু প্রত্যন্ত এলাকা ও দ্বীপরাষ্ট্রগুলিতে এতদিনে ইসলাম সম্পর্কে পরিচয় হয়েছে। একজন পাদ্রীও একথা প্রকাশ করেছিলেন যে, অমুক অমুক অঞ্চলে খৃষ্টবাদের বাণী এযাবৎ পৌঁছয় নি। তাই তাদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ হবে না। বোঝা গেল যে খৃষ্টধর্ম সেখানে পৌঁছয় নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখন প্রচার ও প্রসারের যুগ। মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগ। ১৩০ বছরে ছোট্ট একটি গ্রাম থেকে বার্তা প্রসার লাভ করেছে পৃথিবীর ২১২টি দেশে। ধর্মের একটি ইতিহাস রয়েছে, সেটি পড়ুন। ধর্ম এভাবেই ক্রম পর্যায়ে প্রসার লাভ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যতদূর বার্তা প্রসারের পথে বাধার প্রশ্নটি রয়েছে, তা কখনও কখনও কিছু দেশের সরকারের পক্ষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মৌলবী যহুর হোসেন সাহেব বোখারাকেও বন্দী বানানো হয়েছিল যাতে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিতে না পারেন।

পোল্যান্ড থেকে আব্দুস সাত্তার বোবোইউ সাহেব জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন, যিনি তাজাক জাতির মানুষ। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি আহমদীদের সম্পর্কে শুনেছিলাম যে তারা মুসলমান নয়, মদকে বৈধ মনে করে। জলসায় অংশগ্রহণ করার পূর্বে আমি আহমদীদের মসজিদ সুবহান দেখেছিলাম। সেখানে নামায পড়ার পর উপলব্ধি করলাম এরা তো মুসলমান, যার ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের উপর আমল করে। জলসায় অংশগ্রহণ করে জানলাম এরা ইমাম মাহদীকে মান্য করে, আর মদ স্পর্শও করে না, কুরআন করীমের বিধিনিষেধ পালন করে। জলসায় অংশগ্রহণের পর আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জেনেছি এবং প্রথমিক ভাবে তাদেরকে মুসলমান হিসেবেই মনে করতে শুরু করেছি। এদের দ্বীনের পাঁচটি স্তম্ভ সেগুলিই যেগুলি মুসলমানদের হয়ে থাকে। ইমাম আবু হানিফাকে আপনারা ইমাম বলে মনে করেন এবং তাঁর ফিকা অনুসরন করেন। আমি এ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি। জলসার অনেক কিছু ভাল লেগেছে। হজ্জের পর দ্বিতীয় বার এত মানুষকে একত্রিত হতে দেখলাম। খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর চেহারা জ্যোতির্ময় ছিল। তাজাকিস্তানে থাকাকালীন আমি তাঁকে এম.টি.এ-তে দেখে বেশ প্রভাবিত হতাম। তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান ব্যক্তি।

মির্যা রহীম সাহেব এবং তাঁর তিন সঙ্গী তাজাকিস্তান থেকে এসেছেন, যারা এখন লিথুনিয়ায় থাকেন। তাঁরা নিজের এবং অপর তাজাক সাথীদের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে লেখেন: জলসা আমাদের জন্য অত্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টিকারী অভিজ্ঞতা ছিল। পরিচালন ব্যবস্থা এবং নিয়মশৃঙ্খলার মান খুব ভাল ছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে জামাত নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করে ফেলেছে। জলসার অনুষ্ঠানসূচিতে কোনও পরিবর্তন না করা, কোনও অনুষ্ঠান বিলম্ব না করা একথার প্রমাণ যে জলসায় জামাতের নিয়মশৃঙ্খলার মান অতি উচ্চ মানের। এবিষয়টি আমাদের খুব ভাল লেগেছে যে মুসলমানদের মধ্যে একটি দল ইউরোপীয়দের বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা যারা ইউরোপে নবাগত, এর থেকে খুব ভাল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি যে কিভাবে ইউরোপীয় দেশগুলিতে কাজ করতে হবে। জলসায় প্রত্যেক জাতি ও ধর্মের মানুষ অবাধে অংশ গ্রহণ করছিল। 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- জামাতের এই নীতিবাক্য আমাদের খুব ভাল লেগেছে। এছাড়াও জামাতের ইমাম মির্যা মসরূর আহমদের কথাগুলি খুব ভাল লেগেছে। তাঁর এই কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'সন্ত্রাসের সঙ্গে ইসলামের কোনও সম্পর্ক নেই। ইসলাম হল দয়া, পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং বোঝাপড়ার নাম।'

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

জুমআর খুতবা

উম্মে সুলায়েম (রা.)-এর মোহর যতটা সম্মানীয় ছিল, ইসলামে অন্য কোনও মহিলার এমন মোহর ছিল বলে আমি শুনি নি।

হযরত আবু তালহা (রা.) নবী করীম (সা.)-এর যুগে জিহাদের কারণে নফল রোযা রাখতেন না শক্তি হ্রাস হবে বলে, আর হযরত আনাস (রা.) আরও বলেন, রসুলুল্লাহ (সা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁকে ঈদুল ফিতর এবং ইদুল আযহা ছাড়া অন্য কোনও দিন রোযাহীন দেখিনি।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবি হযরত আবু তালহা (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য নিয়ে আলোচনা

সাবেক সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী (রাবওয়া) মাননীয় বাও মহম্মদ সাহেবের মৃত্যু, তাঁর প্রশংসাংসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন,(ইউকে) থেকে প্রদত্ত ৩১ জানুয়ারী , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (৩১ সুলাহ, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:আজ আমি যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তার নাম হলো, হযরত আবু তালহা (রা.)। তার আসল নাম ছিল যায়েদ।আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল আর তিনি গোত্রপ্রধান ছিলেন। তিনি তার 'আবু তালহা' ডাকনামে অধিক পরিচিত ছিলেন। হযরত আবু তালহা (রা.)-এর পিতার নাম ছিল সাহ্ল বিন আসওয়াদ এবং মায়ের নাম ছিল উবাদাহ্ বিনতে মালেক। তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করার তৌফিক লাভ করেন। তিনি বদরের যুদ্ধসহ অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগদান করেন। হযরত আবু উবায়দাহ্ বিন জার্‌রাহ্ (রা.) হিজরত করে মদিনায় আসার পর মহানবী (সা.) হযরত আবু তালহা (রা.)-র সাথে তার ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন। হযরত আবু তালহা (রা.) গোধূমবর্ণ এবং মাঝারি উচ্চতার মানুষ ছিলেন। তিনি কখনো মাথার চুল এবং দাড়িতে কলপ লাগান নি।

(উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড,পৃ: ১৮৩-১৮৪) চুল যেমন ছিল তেমনই রেখেছেন। হযরত আনাস (রা.) হযরত আবু তালহা (রা.)-র 'রবীব' অর্থাৎ, স্ত্রী'র প্রথম পক্ষের

পুত্রবা সৎপুত্র ছিলেন। হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.)-র প্রথম স্বামী ছিলেন মালেক বিন নযর। তার তিরোধানের পর হযরত আবু তালহার সাথে তার বিয়ে হয়, যার ঔরসে তার ঘরে আব্দুল্লাহ্ ও উমায়ের জন্মলাভ করে।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৪) (আত তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৩) (উমদাতুল ক্বারী শারাহ বুখারী, কিতাবুস সালাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১২৪)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু তালহা হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.)-কে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে উম্মে সুলায়েম বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি মুশরিক আর আমি মুসলমান; তা না হলে আপনার মতো মানুষকে বিয়ে করতে আমার অসম্মতি ছিল না (এটি সূনান নিসাঈ থেকে নেয়া রেওয়ায়েত)। আমি একজন মুসলমান নারী, তাই আপনাকে বিয়ে করা আমার জন্য সঙ্গত নয়। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে এটিই আমার দেন মোহর হবে, আর (দেন মোহর হিসেবে) আমি এছাড়া আর কিছুই চাইবনা। হযরত আবু তালহা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন আর এটিই তার দেন মোহর ধার্য হয়। হযরত সাবেত (রা.) বলতেন, আমি আজ পর্যন্ত ইসলামে কোন নারী সম্পর্কে এটি শুনিনি যে, তার দেন মোহর উম্মে সুলায়েম-এর মোহরানার মতোএতটা সম্মানজনক হবে।

(সুনানে নিসাঈ, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস-৩৩৪১)

হযরত আবু তালহা (রা.) বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। হযরত আবু তালহা বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন কুরাইশ নেতাদের মধ্য হতে চব্বিশজন সম্পর্কে নির্দেশ জারী ক রেন আর (সে অনুসারে) তাদেরকে বদর (প্রান্তরের) কূপগুলোর মধ্য হতে একটি অপবিত্র কূপে নিক্ষেপ করা হয়। তিনি (সা.) যখন কোন জাতির ওপর জয়যুক্ত হতেন তখন তিনি সেই ময়দানে তিনরাত অবস্থান করতেন।তাঁর বদরে অবস্থানের তৃতীয় দিন অতিবাহিত হলে তিনি তাঁর উটনীর ওপর হাওদা বাঁধার নির্দেশ প্রদান ক রেন। এরপর তাতে হাওদা বাঁধা হলে তিনি (সা.) যাত্রা করেন এবং তাঁর সাহাবীরাও তাঁর সাথে যাত্রা করেন এবং বলেন, আমরা মনে করি তিনি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। তিনি (সা.) সেই কূপের কিনারায় পৌঁছে দাঁড়িয়ে যান যেখানে সেই চব্বিশজন মানুষের শবদেহ ফেলা হয়েছিল, পরিত্যক্ত কূপ ছিল এটি। তিনি (সা.) তাদের এবং তাদের পিতা পিতামহের নাম ধরে ডাকতে থাকেন যে, হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা (যদি) আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে তা-কি তোমাদের জন্য আনন্দের কারণ হতো না? কেননা আমরা তো আমাদের প্রভুর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সত্য পেয়েছি। তোমরাও কি তা পেয়েছ যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে দিয়েছিলেন। হযরত আবু তালহা (রা.) বলতেন, (তখন) হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এসব লাশের সাথে কী বলছেন, যারা নিষ্প্রাণ। মহানবী (সা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ রয়েছে, তোমরা তাদের চেয়ে বেশি এসব কথা শুনছ না যা আমি বলছি। অর্থাৎ এসব কথা আল্লাহ্ তা'লা তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন যে, তোমাদের কীরূপ মন্দ পরিণতি হয়েছে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৩৯৭৬)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধে মানুষ পরাজিত হয়ে মহানবী (সা.) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর হযরত আবু তালহা মহানবী (সা.)-কেনিজের ঢালের আড়াল করেসামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হযরত আবু তালহা (রা.) এমন তিরন্দাজ ছিলেন যিনি খুব জোরে ধনুক টানতেন। তিনি সেদিন দু'টি বা তিনটি ধনুক ভাঙেন। অর্থাৎ এত জোরে টানতেন যে, ধনুক ভেঙে যেত। কেউ তূণী নিয়ে সেদিক দিয়ে গেলে মহানবী (সা.) তাকে বলতেন যে, আবু তালহার জন্য তা রেখে যাও,অর্থাৎ অন্যদেরও নসীহত করতেন যে, বহু তিরন্দাজ রয়েছে, নিজের তিরও তাকেই দিয়ে দাও। তিনি তখন মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হযরত আনাস (রা.) বলতেন, মহানবী (সা.) মাথা উঁচিয়ে মানুষকে দেখতেন, তখন হযরত আবু তালহা (রা.) বলতেন, **'বে আবি আনতা ওয়া উম্মি ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌লা ইউসিবুকা সাহমুন নাহরী দুনা নাহরিকা'**। অর্থাৎ আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, মাথা উঁচু করে তাকাবেন না, তাদের নিক্ষিপ্ত তিরগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি তির পাছে আপনার গায়ে বিদ্ধ হয়, আমার বক্ষ আপনার বক্ষের সামনে থাকতে দিন।

(সহী বুখারী কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৪০৬৪ থেকে চয়নকৃত অংশ)

(আত তাববাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৪-৩৮৫)

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু তালহা (রা.) একটি মাত্র ঢাল দিয়ে মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষা করছিলেন, আর তিনি সুদক্ষ তিরন্দাজ ছিলেন। তিনি যখন তির নিক্ষেপ করতেন তখন মহানবী (সা.) মাথা উঁচু করে দেখতেন এবং তার তির বিদ্ধ হওয়ার স্থানের দিকে তাকাতেন। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত। প্রথমটিও বুখারীরই (রেওয়ায়েত) ছিল।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-২৯০২)

উহুদের যুদ্ধে হযরত আবু তালহা (রা.)-এর এই পঙক্তি পাঠেরও উল্লেখ পাওয়া যায় যে,

'ওয়াজহী লেওয়াজহিকাল ওয়াকাআ, ওয়া নাফসী লেনাফসিকাল ফিদাউ'

অর্থাৎ আমার চেহারা আপনার চেহারাকে রক্ষার জন্য এবং আমার প্রাণ আপনার প্রাণের জন্য নিবেদিত।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস-১৩৭৮১)

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)-এর রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত আবু তালহাকে বলেন, তোমার ছেলেদের মধ্য থেকে আমার জন্য কোন একজনকে সন্ধান কর যে আমার সেবা করবে, যেন আমি খায়বারের সফরে যেতে পারি। হযরত আবু তালহা আমাকে (অর্থাৎ হযরত আনাসকে) নিজ বাহনের পিছনে বসিয়ে নিয়ে যান। হযরত আনাস বলেন, আমি তখন এক বালক ছিলাম আর কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিকাল অতিবাহিত করছিলাম। আমি মহানবী (সা.)-এর সেবা করতাম। তিনি (সা.) যখন অবতরণ করতেন তখন আমি অধিকাংশ সময় তাঁকে এই দোয়া করতে শুনতাম যে,

اَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ
وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল হাম্মে, ওয়াল হাযানে, ওয়াল আজযে, ওয়াল কাসালে,ওয়াল বুখলে, ওয়াল জুবনে, ওয়া যালাইদ্ দায়নে,ওয়াল গালাবাতির্ রিজাল।)

অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থণা করছিদুঃখ-বেদনাসৃষ্ট অক্ষমতা ও অলসতা হতেএবং কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে আর ঋণের বোঝা থেকে এবং মানুষের কঠোরতা থেকে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সীর, হাদীস-২৮৯৩)

অপর একটি রেওয়ায়েতে এভাবেও বর্ণিত হয়েছে যা হযরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত, (পূর্বেরটিও বুখারীর ছিল এবং এটিও বুখারীরই রেওয়ায়েত) হযরত আনাস বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) যখন মদিনায় আগমন করেন তখন তাঁর কোন সেবক ছিল না। হযরত আবু তালহা আমার হাত ধরেন আর আমাকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আনাস সুবোধ ছেলে, সে আপনার সেবা করবে। হযরত আনাস (রা.) বলতেন, এরপর আমি সফরেও তাঁর সেবা করেছি এবং সফরের বাইরেও। আমি যে কাজই করতাম তিনি (সা.) আমাকে কখনো বলেন নি যে, তুমি এ কাজ এভাবে কেন করেছ? আর যে কাজ করতাম না সে বিষয়েও তিনি (সা.) কখনো আমাকে বলেন নি যে, তুমি এ কাজ এভাবে কেন কর নি? অর্থাৎ কখনো কোন বকাঝকা করেন নি।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ওয়াসায়া, হাদীস-২৭৬৮)

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী 'উসফান' নামক স্থান থেকে ফিরছিলেন তখন আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। মহানবী (সা.) তখন নিজ উটে আরোহিত ছিলেন এবং তিনি নিজের পেছনে হযরত সাফিয়া বিনতে হুই-কে বসিয়ে সফর করছিলেন। তাঁর উট হোঁচট খায়, ফলে উভয়েই পড়ে যান। হযরত আবু তালহা (রা.) এ দৃশ্য দেখে ত্বরিত উট থেকে লাফিয়ে নেমে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আপনার জন্য নিবেদিত। তিনি (সা.) বলেন, প্রথমে মহিলার খোঁজ নাও। হযরত আবু তালহা নিজের মুখ কাপড় দিয়ে আবৃত করে হযরত সাফিয়া (রা.)-এর কাছে এসে সেই কাপড় তার ওপর দিয়ে দেন; অর্থাৎ তিনি পর্দার ব্যাপারে এতটাই যত্নবান ছিলেন। এরপর তাদের উভয়ের বাহন গুছিয়ে দেন যাতে তারা আরোহন করেন এবং আমরা মহানবী (সা.)-এর চারপাশে বৃত্তাকারে একত্রিত হয়ে যাই। আমরা মদিনার উচ্চভূমিতে পৌঁছলেতিনি (সা.) বলেন, آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ (আয়েবূনা তায়েবূনা আবেদূনা লে রাব্বেনা হামেদূন।) অর্থাৎ আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা আমাদের প্রভুর সমীপে তওবাকারী, আমাদের প্রভুর ইবাদতকারী এবং আমাদের প্রভুর গুণকীর্তনকারী। তিনি (সা.) মদিনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত এ শব্দগুলোই আবৃত্তি করতে থাকেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সীর, হাদীস-৩০৮৫) (লুগাতুল হাদীস, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭২)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, একদা খায়বারের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিনী হযরত সাফিয়া (রা.) তাঁর সাথে ছিলেন, পথিমধ্যে তাদের উট নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং তিনি (সা.) ও হযরত সাফিয়া উভয়ে পড়ে যান। হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.)-এর উট তাঁর পিছনেই ছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ উট থেকে লাফিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার প্রাণ আপনার জন্য নিবেদিত, আপনি কোন আঘাত পান নি তো? হযরত আবু তালহা (রা.) যখন তাঁর (সা.) কাছে পৌঁছেন তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু তালহা! প্রথমে মহিলার দিকে, প্রথমে মহিলার দিকে যাও। এ কথা তিনি (সা.) দু'বার বলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আবু তালহা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক ছিলেন। তাই যখন মহানবী (সা.)-এর প্রাণের প্রশ্ন আসে তখন অন্য কাউকে তিনি কীভাবে লক্ষ্য করতে পারতেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যাও এবং প্রথমে মহিলাকে ওঠাও।

(উসওয়ায়ে হাসানা, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৭, পৃ: ১২৬-১২৭)

নারীর অধিকার সম্পর্কে কথা বলার সময় তিনি (রা.) এ ঘটনা বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) খায়বারে আক্রমণ করেন এবং আমরা এর কাছে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়ি, তখনও অন্ধকারই ছিল। এরপর মহানবী (সা.) বাহনে আরোহন করেন এবং হযরত আবু তালহাও বাহনে চড়েন। বাহনে আমি হযরত আবু তালহার পেছনে ছিলাম। মহানবী (সা.) খায়বারের গলিতে ঘোড়া ছোটান, তখন আমার হাঁটু মহানবী (সা.)-এর রান স্পর্শ করছিল। অর্থাৎ উভয়ে এত কাছাকাছি ছিলেন। উপরন্তু তিনি (সা.) গরম বা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজের উরু থেকে কাপড় কিছুটা সরান অর্থাৎ পা বা হাঁটু থেকে কাপড় কিছুটা উপরের দিকে উঠিয়ে রাখেন। তিনি (রা.) বলেন, এমনকি আমি মহানবী (সা.)-এর উরুর শুভ্রতা দেখেছি; উরু বলতে এখানে হাঁটুর উপরের অংশকে বুঝানো হচ্ছে।তিনি (সা.) যখন গ্রামে প্রবেশ করেন তখন বলেন, **'আল্লাহু আকবার খারেবাত খায়বার, ইন্না ইযা নাযালনা বেসাহাতে কাওমিন ফা-সাআ সাবাহুল মুনযারীন।'** অর্থাৎ আল্লাহ্ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, খায়বার জনশূণ্য হয়ে গেল, আমরা যখন কোন জাতির আঙিনায় তাবু গাড়ি তখন তাদের প্রভাত মন্দ হয়, যাদেরকে সময়ের পূর্বেই ঐশী শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়। এ কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন।

হযরত আনাস (রা.) বলতেন, মানুষ নিজেদের কাজে বাইরে বের হলে তারা বলে, মুহাম্মদ (সা.) আর আব্দুল আযীয বলতেন যে, আমাদের কতক সাথী মুহাম্মদের সাথে খামিস অর্থাৎ সেনাদল শব্দটিও বলেছিল। হযরত আনাস (রা.) বলতেন যে, আমরা তা যুদ্ধ করে জয় করি আর বন্দীদেরকে একত্রিত করা হয়। তখন হযরত দেহইয়া কালবী (রা.) আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (সা.)! আমাকে ঐ বন্দীদের মাঝ থেকে একটি দাসী দান করুন। তিনি (সা.) বলেন, যাও এবং একটি মেয়ে নিয়ে যাও। তিনি হুয়ী-র কন্যা সাফিয়াকে নেন। তখন এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বলে, হে আল্লাহ্‌র নবী (সা.)! আপনি দেহ ইয়াকে কুরায়যা এবং নযিরের সর্দারের মেয়ে সাফিয়া বিনতে হুয়ীকে দিয়েছেন, তাকে পাওয়ার যোগ্য তো কেবল আপনি। তিনি (সা.) বলেন, তাকে সফিয়াসহ ডেকে আন। তিনি সাফিয়াকে নিয়ে আসেন এবং হযরত দেহইয়াও সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) হযরত দেহইয়াকে বলেন, তুমি ঐ দাসীদের মাঝ থেকে অন্য কাউকে নিয়ে নাও। হযরত আনাস (রা.) বলতেন, মহানবী (সা.) হযরত সাফিয়াকে স্বাধীন করে দেন এবং তাকে বিবাহ করেন। তখন হযরত সাবেত (রা.) হযরত আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, আবু হামযা অর্থাৎ মহানবী (সা.) তাকে কী দেন মোহর দিয়েছিলেন? তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) তাকে স্বাধীন করে দিয়েছিলেন এবং তাকে বিবাহ করেছেন আর তাকে স্বাধীন করে দেয়াই তার দেন মোহর ছিল। অবশেষে তিনি যখন পথিমধ্যেই ছিলেন, তখন হযরত উম্মে

যুগ ইমাম-এর বাণী

"সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

সুলায়েম (রা.) হযরত সাফিয়াকে মহানবী (সা.)-এর জন্য সাজিয়ে-গুছিয়ে দেন এবং সেখানে বিয়ে হয় আর তাকে তাঁর (সা.) কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি বলেন,পরবর্তী দিন মহানবী (সা.) ঘোষণা দিয়ে বলেন, যার কাছে যা আছে সে যেন তা নিয়ে আসে। মহানবী (সা.) চামড়ার একটি দস্তরখান বিছিয়ে দেন। কেউ খেজুর নিয়ে আসে, কেউ ঘি আনে। আব্দুল আজিজ বলেন, আমার মনে হয় তিনি ছাতুর কথাও উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেন, এরপর মহানবী (সা.) সেগুলো সব একত্রে মিশিয়ে মণ্ড বানালেন এবং এটিই মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে ওলিমার দাওয়াত ছিল।

(সহী বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৩৭১)

অপর এক রেওয়ায়েতে এভাবেও বর্ণিত হয়েছে যে, দুর্গ জয়ের পর হযরত সাফিয়া দেহইয়া-র ভাগে আসেন। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ, অর্থাৎ দু'একজন সাহাবী নয় বরং অনেক সাহাবী মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে তার পরিচয় এবং গুণগান বর্ণনা করাআরম্ভ করেন আর এটিও বলেন যে, মর্যাদায় হযরত সাফিয়ার জন্য এটিই অধিক যুক্তিযুক্ত হয় যদি তিনি (সা.) নিজের জন্য তাকে মনোনীত করেন বা তাকে বিবাহ করেন। অতএব মহানবী (সা.) হযরত দেহইয়ার কাছে বার্তা প্রেরণ করেন এবং তিনি (সা.) সাতজন দাসের বিনিময়ে হযরত সাফিয়াকে ক্রয় করে তাকে উম্মে সুলায়েমের হাতে সোপর্দ করেন যেন তিনি তাকে নিজের সাথে রাখেন। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরপর তিনি (সা.) তাকে বিবাহ করেন।

(আত তাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৯৭-৯৮)

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেন, সেই দিন অর্থাৎ হুনায়নের দিন যে ব্যক্তি কোন কাফেরকে হত্যা করবে, সেই কাফেরের ধনসম্পদ সে-ই পাবে। সেদিন হযরত আবু তালহা (রা.) বিশজন কাফেরকে হত্যা করেন এবং তাদের মালামালও হস্তগত করেন। হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.)-এর হাতে একটি খঞ্জর দেখেহযরত আবু তালহা (রা.) জিজ্ঞেস করেন, হে উম্মে সুলায়েম! এটা কী? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, যদি কোন কাফের আমার কাছে আসে, তাহলে আমি আমার এই খঞ্জর দিয়ে তার পেট চিরে ফেলব। হযরত আবু তালহা (রা.) মহানবী (সা.)-কে এই কথা অবহিত করেন। এটি সুনান আবু-দাউদের রেওয়ায়েত।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-২৭১৮)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেন, সেনাদলের মাঝে একা আবু তালহার কণ্ঠধ্বনি পুরো এক বাহিনীর আওয়াজের চেয়ে অধিক গুরুগম্ভীর হয়ে থাকে। অন্য কতিপয় রেওয়ায়েতে এক দলের পরিবর্তে 'মিয়াতু রাজুলুন' অর্থাৎ একশত মানুষ অথবা 'আলফা রাজুলুন' অর্থাৎ এক হাজার মানু ষেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ তার গলার স্বর অনেক উঁচু ছিল।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৮৬, মুসনাদ আনাস বিন মালিক, হাদীস-১২১১৯)(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৬১) (আত তাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৩৮৩)

হযরত আবু তালহা (রা.) ৩৪ হিজরী সনে মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন। হযরত উসমান (রা.) তার জানাযার নামায পড়ান। তখন তার বয়স ছিল ৭০ বছর। কিন্তু বসরাবাসীদের মতে তার মৃত্যু হয়েছিল একটি সামুদ্রিক সফরকালে আর তাকে একটি দ্বীপে কবরস্থ করা হয়েছে।

(আত তাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৩৮৫)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু তালহা (রা.) মহানবী (সা.)-এর যুগে জিহাদের জন্য নফল রোযা রাখতেন না যাতে শারীরিক শক্তি কমে না যায়। হযরত আনাস (রা.) আরো বলেন, আর মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহার দিন ছাড়া আমি কখনো তাকে রোযা ছাড়তে দেখি নি। অর্থাৎ পরবর্তীতে তিনি নিয়মিত রোযা রাখতে আরম্ভ করেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সীর, হাদীস-২৮২৮)

হযরত আবু তালহা (রা.)-এর অতিথি আপ্যায়নের একটি ঘটনা এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েত করেন, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর নিকট এলে তিনি (সা.) কোন এক ব্যক্তিকে তাঁর (সা.) কোন পবিত্র স্ত্রী-এর নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা উত্তর দেন যে, আমাদের কাছে এখানে পানি ছাড়া (খাওয়ার মতো) আর কিছুই নেই। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, এই অতিথিকে কে নিজের সাথে নিয়ে যাবে অথবা বলেছেন যে, কে এর আতিথেয়তা করবে। আনসারদের একজন বলেন, আমি। অতএব তিনি তাকে নিজের সাথে নিয়ে তার স্ত্রীর কাছে যান এবং বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অতিথিকে খুব ভালোভাবে আদর-আপ্যায়ন কর। তার স্ত্রী বলেন, আমাদের কাছে যে খাবার আছে তা আমার সন্তানদের জন্যই যথেষ্ট হবে না (এছাড়া) আর কিছু নেই। তিনি বলেন, তোমার এতটুকু খাবারই তুমি প্রস্তুত করে নাও এবং প্রদীপও জ্বালিয়ে নাওআর সন্তানরা রাতের খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিও। অতএব তিনি তার খাবার প্রস্তুত করেন এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন আর সন্তানদের ঘুম পাড়িয়ে দেন। এরপর তিনি উঠে প্রদীপ ঠিক করার ছলে তা নিভিয়ে দেন। তারা উভয়ে এই অতিথির সামনে এমন ভাব করেন যেন তারাও খাচ্ছেন অথচ তারা উভয়েই ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত যাপন করেন। প্রভাতে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট যান, তখন তিনি (সা.) বলেন, গতরাতে আল্লাহ্ তা'লা হেসেছেন অথবা তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের দু'জনের কাজে আল্লাহ্ তা'লা খুব খুশি হয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা এ ওহী নাযেল করেছেন যে,

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ
وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

(সূরা আল হাশর : ১০)

অর্থাৎ আর তারা নিজেদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দিত যদিও তারা নিজেরাই দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত ছিল। অতএব হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে যাদের রক্ষা করা হয়েছে তারাই মূলত সফলকাম।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিবুল আনসার, হাদীস-৩৭৯৮) (উমদাতুল ক্বারী শারাহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিবুল আনসার, খণ্ড-১৬, পৃ" ৩৬৪)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) একবার মাথার চুল ছাঁটালে হযরত আবু তালহাই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র কিছু চুল সংগ্রহ করেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ওযু, হাদীস-১৭১)

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু তালহা (রা.) হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.)-কে বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কণ্ঠস্বরে দুর্বলতা অনুভব করেছি, আমার মনে হয় তিনি (সা.) ক্ষুধার্ত, তোমার কাছে খাওয়ার কিছু আছে কি? হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.) ইতিবাচক সাড়া দিয়ে যবের কিছু রুটি বের করেন। এরপর তিনি তার একটি ওড়না বের করে সেটির এক প্রান্তে রুটিগুলোজড়িয়ে সেগুলোআমার হাতে দিয়ে ওড়নার বাকি অংশ আমার শরীরে জড়িয়ে দেন। এরপর তিনি আমাকে মহানবী (সা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। হযরত আনাস (রা.) বলতেন, আমি তা নিয়ে চলে যাই এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে মসজিদে পাই। মহানবী (সা.)-এর সাথে আরো কিছু মানুষ ছিল। আমি গিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে যাই। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমাকে কি আবু তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, খাবার সহ পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জী। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে যারা ছিল তিনি (সা.) তাদেরকে বলেন, চলো।সেই খাবার গ্রহণের পরিবর্তে তিনি তাদেরকেও সাথে নিয়ে খাবারসহ এগিয়ে যান আর আমি তাদের সম্মুখে হাঁটতে থাকিএবং হযরত আবু তালহার নিকট পৌঁছে তাকে বলি, মহানবী (সা.) এদিকেই আসছেন। হযরত আবু তালহা (রা.) বলেন, হে উম্মে সুলায়েম! মহানবী (সা.) লোকজনকেসাথে নিয়ে এসেছেন কিন্তু আমাদের কাছে তাদেরকে খাওয়ানোর মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার নেই। গুটি কতক রুটি যা ছিল তা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু সেগুলোই এখন ফিরে আসছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন। হযরত আবু তালহা (রা.) ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। হযরত আনাস (রা.) পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) আসেন আর হযরত আবু তালহা তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন।মহানবী (সা.) বলেন, উম্মে সুলায়েম! তোমার কাছে যা কিছু আছে তা নিয়ে আসো। তিনি রুটি নিয়ে আসলে মহানবী (সা.) সেগুলোকে টুকরো করতে বলেন। অতঃপর সেগুলোকে টুকরো করা হয়। হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.) কিছুটা ঘি ঢেলে তরকারিস্বরূপ তাদের সামনে তা উপস্থাপন করেন। এরপর মহানবী (সা.) সেই রুটিগুলোর উপর আল্লাহ্ তা'লা যা চাইলেন সেই দোয়া পড়েন। তারপর তিনি বলেন, দশ ব্যক্তিকে ভিতরে আসার অনুমতি

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

দাও। অতঃপর তাদের অনুমতি দেওয়া হয় আর তারা তৃপ্তি সহকারে আহার করে, এরপর বাইরে চলে যায়। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আরো দশজনকে (ভিতরে আসার) অনুমতি দাও। তাদেরকেও অনুমতি দেওয়া হয় এবং তারাও তৃপ্তি সহকারে আহার করে এবং বাইরে বেরিয়ে যায়। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, আরো দশজনকে অনুমতি দাও। তাদেরকে অনুমতি দিলে তারাও পেট ভরে খাবার খেয়ে বাইরে চলে আসে। এরপর তিনি বলেন, আরো দশজনকে অনুমতি দাও। অতঃপর তাদেরও অনুমতি দেওয়া হয় আর তারাও তৃপ্তি সহকারে খাবার খায় এবং বাহিরে চলে যায়। মোটকথা তারা সবাই খায় এবং পেটভরে খায় আর তারা সত্তর কিংবা আশিজন ছিল।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৫৭৮)

এই ঘটনায় মহানবী (সা.)-এর দোয়ার বরকতের উল্লেখ পাওয়া যায়, আর এটিই সেই রেওয়ায়েত।

হযরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেন, আবু তালহা মদিনার সকল আনসারীর চেয়ে বেশিখেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। তার সবচেয়ে প্রিয় সম্পত্তি ছিল 'বায়রুহা' নামক বাগান, যা মসজিদের সামনে ছিল। মহানবী (সা.) সেই বাগানে আসতেন এবং সেখানকার স্বচ্ছ-পরিষ্কার পানি পান করতেন। হযরত আনাস বলতেন, যখন আয়াতঅবতীর্ণ হয় যে, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (সূরা আলে ইমরান: ৯৩) অর্থাৎ তোমরা কখনোই পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা সেইসব জিনিস থেকে ব্যয় করবে যেগুলোকে তোমরা ভালোবাস, তখন হযরত আবু তালহা দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (সূরা আলে ইমরান: ৯৩) অর্থাৎ তোমরা কখনোই পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা সেইসব জিনিস থেকে ব্যয় করবে যেগুলোকে তোমরা ভালোবাস। আর আমার যাবতীয় সম্পত্তির মাঝ থেকে আমার সবচেয়ে প্রিয় বাগান হলো 'বায়রুহা'; আমি সেটি আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গ করছি। আমি আশা করছি, এটি আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য পুণ্য হবে এবং [পরকালে আমার জন্য] ধনভাণ্ডার স্বরূপ হবে। তাই আল্লাহ্ তা'লা যেখানে চান, সেখানে আপনি এটি ব্যয় করুন। তিনি (সা.) বলেন, বাহ্ বাহ্! এটি কল্যাণকর এক সম্পদ; কিংবা বলেন, চিরস্থায়ী এক সম্পদ। তিনি (সা.) বলেন, তুমি বললে আর আমি শুনলাম। আমার কাছে এটি-ই সঙ্গত মনে হয় যে, তুমি তা নি জের আত্মীয়দের মাঝেই বণ্টন করে দাও। আবু তালহা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল(সা.)! আপনার নির্দেশ পালনার্থে এমনটি-ই করছি। অতএব আবু তালহা সেই বাগান তার আত্মীয়দের মাঝে ও তার চাচাতো ভাইদের মাঝে বণ্টন করে দেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ওসায়া, হাদীস-২৭৬৯)

হযরত আবু তালহা (রা.)-এর আরো একটি বিশেষ সম্মান ও সৌভাগ্য হলো, তিনি মহানবী (সা.)-এর একজন কন্যার মৃত্যুতে তাঁর (সা.) নির্দেশে তার কবরে নামেন এবং মহানবী (সা.)-এর কন্যার পবিত্র শবদেহ কবরে নামান।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১২৮৫)

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মদিনাবাসী হঠাৎ ঘাবড়ে যায়। মহানবী (সা.) হযরত আবু তালহা-র ঘোড়ায় আরোহণ করেন, যা ধীরে চলত অথবা এটি বলেন যে, যার গতি কম ছিল। যখন তিনি (সা.) ফিরে আসেন তখন তিনি (সা.) হযরত আবু তালহা-কে বলেন, আমি তো তোমার ঘোড়াকে এক সমুদ্রের ন্যায় পেয়েছি, এটি খুবই দ্রুত ছুটে। এরপর এই ঘোড়ার সাথে অন্য কোন ঘোড়া মোকাবিলা করতে সক্ষম হতো না।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সীর, হাদীস-২৮৬৭)

হযরত আনাস বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতেন। আমার ছোট ভাইকে রসিকতা করে বলতেন, হে আবু উমায়ের! নওয়ের কী করেছে? আবু উমায়ের একটি চুড়ুই পুষত। পাখিকে নওয়ের বলা হয়। সেটি মারা যাওয়ায় তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন, এজন্য রসিকতা করে তাকে একথা বলতেন। সেটি উড়ে চলে গেছে বা মারা গেছে,যাহোক এর জন্য সেই শিশুর সঙ্গে রসিকতা করতেন। প্রায়শ নামাযের সময় মহানবী (সা.) আমাদের ঘরে অবস্থানরত থাকলে, তিনি (সা.) সেই বিছানাটি বিছানোর নির্দেশ প্রদান করতেন যার উপর তিনি (সা.) বসা থাকতেন। আমরা সেটি বিছাতাম এবং পরিষ্কার করতাম। অতঃপর তিনি (সা.) নামাযের জন্য দাঁড়াতেন এবং আমরা তাঁর (সা.) এর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়তাম।

(সুনানে ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৩৭২০) (সহী বুখারী, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৬২০৩)

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, যখন আব্দুল্লাহ্ বিন আবু তালহা আনসারী জন্মগ্রহণ করেন, অর্থাৎ তার ভাইয়ের (বা হযরত আনাস বিন মালিক এর ভাইয়ের) বা আবু তালহা-র ছেলের (জন্ম হয়),তিনি তার মায়ের দিক দিয়ে ভাই ছিলেন, তখন আমি তাকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট উপস্থিত হই। তিনি (সা.) তাঁর জুব্বা বা আচকান পরিহিত অবস্থায় ছিলেন এবং নিজের উটে আলকাতরা লাগাচ্ছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, তোমার কাছে খেজুর আছে কি? আমি বললাম, জ্বী, আছে। আমি কিছু খেজুর তাঁকে (সা.) দিই যা তিনি মুখে নিয়ে ভালোভাবে চাবিয়ে নেন। এরপর শিশুর মুখ খুলে তা শিশুটির মুখে দিলে শিশুটি সেগুলো চুষতে থাকে। তখনমহানবী (সা.) বলেন, আনসারদের খেজুরের প্রতি ভালোবাসা অর্থাৎ শিশুটিরও তা পছন্দ হয়েছে। আর তিনি (সা.) শিশুর নাম রাখেন 'আব্দুল্লাহ্'।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল আদাব, হাদীস-২১৪৪)

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু তালহা (রা.)-এর এক পুত্র অসুস্থ ছিল। তিনি (রা.) যখন বাইরে গিয়েছিলেন তখন সেই সন্তান মারা যায়। হযরত আবু তালহা (রা.) ফিরে এসে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, আমার পুত্রের কী অবস্থা? হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.) বলেন, আগের চেয়ে ভালো আছে। অতঃপর তিনি (রা.) রাতের খাবার পরিবেশন করেন, তিনি (রা.) আহার করেন এবংতারা রাত অতিবাহিত করেন। এরপর তিনি জানান যে, আমাদের সন্তান মৃত্যু বরণ করেছে,তাকে গিয়ে দাফন করে আস। পরদিন সকালেহযরত আবু তালহা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে এ কথা নিবেদন করেন। মহানবী (সা.) তার সন্তান লাভের জন্য দোয়া করেন। এরপর তাদের ঘরে পুত্রের জন্ম হয়।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল আদাব, হাদীস-২১৪৪)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন যে, প্রাণ বিসর্জন দেওয়া প্রকৃতপক্ষে একজন মু'মিনের জন্য কোন ব্যাপারই নয়। এরপর তিনি বলেন, গালিব সম্পর্কে মানুষ বিতর্ক করে যে, সে মদ পান করত বা কারো কারো মতে করত না। তিনি (রা.) বলেন, কিন্তু সে আমার আত্মীয় আর আমি আমার নানি ও ফুপুদের কাছে শুনেছি যে, সে মদ পান করত। অতএব পানাসাক্ত এক ব্যক্তিও বলে

'জান দি, দি হুয়ি উসি কি থি
হাক্ব তো ইয়ে হ্যায় কে হাক্ব আদা না হুয়া'

অর্থাৎ খোদার পথে আমরা যদি প্রাণ উৎসর্গ করি তাতে কী! এই প্রাণও তো তাঁরই দেওয়া। সুতরাং কেউ যদি খোদা তা'লার নির্দেশ মান্য করতে গিয়ে প্রাণও দিয়ে দেয় তাহলে সে তেমন কোন বড় কুরবানি বা আত্মত্যাগ করে না; কেননা সেই প্রাণও তাঁরই; আর কারো আমানত তাকে ফিরিয়ে দেয়া বড় কুরবানি নয়।তিনি বলেন, হাদীসে একজন মহিলা সাহাবীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, এটি উম্মে সুলায়েমেরই ঘটনা। অর্থাৎ মহানবী (সা.) তার স্বামী আবু তালহাকে কোন ইসলামী কাজে বাইরে প্রেরণ করেন। তার সন্তান অসুস্থ ছিল এবং তিনি স্বভাবতই তার সন্তানের অসুস্থতার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। সেই সাহাবী যখন ফিরে আসেন, তখন তার অনুপস্থিতিতে তার সন্তান মৃত্যু বরণ করেছিল। মা তার মৃত সন্তানকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। তিনি গোসল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গায়ে সুগন্ধি লাগান এবং পরম ধৈর্য

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

প্রদর্শনপূর্বক তিনি নিজের স্বামীকে স্বাগত জানান। সেই সাহাবী ঘরে প্রবেশ করতেই জিজ্ঞেস করেন যে, সন্তানের কী অবস্থা?তখন তিনি উত্তর দেন যে, পুরোপুরি প্রশান্ত আছে। তিনি আহার করেন, এরপর নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়েন এবং স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। এরপর তার স্ত্রী বলেন, আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। স্বামী উত্তরে বলেন, কী কথা? স্ত্রী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কারো কাছে আমানত রাখে আর কিছুদিন পর সেই জিনিস ফেরত চায়, তবে কি সেই জিনিস তাকে ফেরত দিতে হবে নাকি না?তিনি উত্তরে বলেন,এমন বোকা কে আছে যে কারো আমানত ফেরত দিবে না? স্ত্রী বলেন, অন্তত তার আক্ষেপ তো হবে যে, আমি আমানত ফিরিয়ে দিচ্ছি। তিনি উত্তর দেন যে, আক্ষেপ কিসের, সে জিনিস তো তার নিজের ছিল না। সে যদি তা ফেরত দেয় তবে আফসোস বা আক্ষেপ কিসের? স্ত্রী বলেন, আচ্ছা, যদি এই বিষয়ই হয়ে থাকে তাহলে আমাদের সন্তান, যে খোদা তা'লার একটি আমানত ছিল, খোদা তা'লা তাকে আমাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়েছেন। এটি ছিল সেই ধৈর্যও দৃঢ়তা যা তৎকালীন নারীদের মাঝে পাওয়া যেত। অতএব, প্রাণ কুরবানী করা তো কোন বিষয়ই নয়। বিশেষভাবে মু'মিনের জন্য তো এটি একটি তুচ্ছ ব্যাপার।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২১, পৃ: ৫৩-৫৪)

যে হাদীসটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, সে অনুযায়ী মহানবী (সা.) তাদের জন্য দোয়া করেন এবং তাদের সন্তান হয়, এর কিছুকাল পর তাদের ঘরে পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। আর আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এত অধিক দানে ধন্য করেন যে,আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবু তালহার নয়জন সন্তানকে দেখেছি, আর তাদের সবাই অর্থাৎ নয় জনই কুরআনের ক্বারী ছিলেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১৩০১)

আসেম আহওয়াল বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আনাস (রা.)-এর কাছে মহানবী (সা.)-এর পেয়ালা দেখেছি। তাতে ফাটল দেখা দিয়েছিল তাই হযরত আনাস (রা.) রূপা দিয়ে তা জুড়ে দেন। তা বেশ সুন্দর, চওড়া ও উন্নত মানের কাঠের একটি পেয়ালা ছিল। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি এই পেয়ালায় মহানবী (সা.)-কে বহুবার পানি পান করিয়েছি। ইবনে সিরীন বলেন, সেই পেয়ালাটি লোহার তার দিয়ে জোড়া দেওয়া ছিল। হযরত আনাস (রা.) এর পরিবর্তে সোনা বা রূপা দিয়ে জোড়া দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হযরত আবু তালহা (রা.) তাকে বলেন, যে জিনিস মহানবী (সা.) বানিয়েছেন তাতেকোনক্রমেই কোন পরিবর্তন করো না। তাই তিনি (রা.) তার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আশরিবা, হাদীস-৫৬৩৮)

হযরত আনস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আবু তালহা আনসারী, হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ এবং হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)-কে খেজুরের রসের মদ পান করাচ্ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি এসে সংবাদ দেয় যে, মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হযরত আবু তালহা উক্ত ব্যক্তির সংবাদ শোনা মাত্রই বলেন, হে আনাস! এই ঘড়াগুলো ভেঙে ফেল। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি একটি পাথর দিয়ে ঘড়াগুলোর নীচের অংশে আঘাত করে সেগুলো ভেঙে ফেলি।

(সহী বুখারী, কিতাবু আখবারুল আহাদ, হাদীস- ৭২৫৩)

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) যখন মৃত্যু বরণ করেন; তখন মদিনাতে এক ব্যক্তি ছিল যে লেহেদ (অর্থাৎ এমন কবর যাতে মূল কবরের ভেতর লাশ রাখার জন্য পৃথক একটি জায়গা বানানো হয়) খনন করতএবং আরেকজন ছিল যেসাধারণ কবর খনন করত। সাহাবীগণ (রা.) বলেন, আমরা আমাদের প্রভু র কাছে ইস্তেখারা করি আর তাদের উভয়কে ডেকে পাঠাই যে, দু'জনের মধ্যে যে ব্যক্তি পরে আসবে তাকে আমরা ছেড়ে দিব। অর্থাৎ যে আগে আসবে তাকে দিয়ে আমরা কাজ করিয়ে নিব। সুতরাং দু'জনের কাছেই সংবাদ পৌঁছানো হয়। আর লেহেদ খননকারী প্রথমে আসে। তখন সাহাবীগণ মহানবী (সা.)-এর জন্য লেহেদ খনন করেন। এর ব্যাখ্যাতে আল্লামা বুসীরি লিখেন যে, লেহেদ খননকারী ছিলেন হযরত আবু তালহা (রা.) আর সাধারণ কবর প্রস্তুতকারী ছিলেন হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ্ (রা.)।

(সুনানে ইবনে মাজা, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১৫৫৭) (শারুহু ইবনে মাজা, ১ম খণ্ড, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-৬১৭)

এটি তার পূর্ণ বিবরণ।

এখন আমি একজন মরহুমের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করব এবং নামাযের পর তার (গায়েবানা) জানাযাও পড়াব। তিনি হলেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়া নূর মুহাম্মদ সাহেব (রা.)-এর পুত্র জনাব বাবু মুহাম্মদ লতিফ আহমদ সাহেব অমৃতসরী, যিনি গত ২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে নব্বই বছর বয়সেরাবওয়াতে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।' আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুম মূসী ছিলেন। তিনি জামা'তের একজন প্রসিদ্ধ মুবাল্লেগ জনাব মওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীক অমৃতসরী সাহেবের ছোট ভাই ছিলেন। বাবু মুহাম্মদ লতিফ সাহেবের পিতা মোহতরম মিয়া নূর মুহাম্মদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী ছিলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভেইবাবু মুহাম্মদ লতিফ সাহেবকে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর কাছে নিয়ে যান। অর্থাৎ তিনি তাকে যৌবনেই হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর কাছে নিয়ে যান এবং জীবন উৎসর্গ করার প্রস্তাব রাখেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তা কে বলেন, আপনার দুই ছেলের মাঝে একজন তো পূর্বেই মুরব্বী হিসেবে ওয়াকেফে জিন্দগী রয়েছে। এই ছেলেও সারা জীবন ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীর মতোই কাজ করবে। অতএব তিনি ওয়াকফে জিন্দেগীর মতোই কাজ করেন। তিনি সাড়ে চার বছর রেল বিভাগে ক্লার্কের চাকরি করার পর ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে জামা'তের সেবার জন্য কর্মী হিসেবে নিজেকে পেশ করেন এবং তখন থেকেই জামা'তের সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। নাযারত বায়তুল মাল-এতার প্রথম পদায়ন হয়।এরপর ১৯৫৪ সালে তাকে দৈনিক আল-ফযল অফিসে বদলী করা হয়। ১৯৬১ সালে প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসে কেরানী হিসেবে তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর খিলাফতকালের শেষ তিন বছর প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে, তারপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সা লেস (রাহে.)-এর খিলাফতকালে, রাবওয়ায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর হিজরতের পরও পি.এস অফিস প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এখনও আছে; সেখানে তিনি ২০১৪ সন পর্যন্ত সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন এবং ১৯৮৫ সালে তাকে সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা এবং অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তিনি নিজের সকল দায়িত্ব পালন করেছেন। তার পূর্ণ সেবাকাল হচ্ছে বাষট্টি বছর, যার মধ্য থেকে প্রায় ত্রিপ্পান্ন বছর তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারী দফতরে বিভিন্ন পদে সেবা প্রদান করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

নিজ কাজে তিনি অনেক পারদর্শী ছিলেন। খুব গুছিয়ে এবং নিমগ্নতার সাথে কাজ করতেন। আর এর পাশাপাশি ধর্মীয় পড়াশুনা করারও শখ ছিল। জামা'তের পুস্তকসমূহের ভালো জ্ঞান রাখতেন। তৃতীয় খিলাফতের যুগেও এবং পরবর্তী কালেও শূরার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে এবং ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও অনেক সুচারুরূপেও অনেক পরিশ্রমের সাথে জামা'তের অর্থ সাশ্রয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে জিনিসপত্র ক্রয় করতেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জামা'তের কেন্দ্র অর্থাৎ কাদিয়ানের সুরক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি অবদান রাখার সুযোগ পান, সেখানে তিনি কিছু দিন অবস্থানও করেন। তার পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলে ছিল। তার মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তার এক মেয়েও মৃত্যু বরণ করেন, যিনি যরীফ আহমদ ক্বমর সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তাদের এক পুত্র মুরব্বি সিলসিলাহ্। তার তিন কন্যা লন্ডনেই থাকেন ও এক ছেলে আতিক আহমদ সাহেবও এখানেই কাজ করছেন।

প্রাইভেট সেক্রেটারী দপ্তরের কর্মী রানা মুবারক সাহেব বলেন, আমি বত্রিশ বছর তার সাথে কাজ করেছি এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত মজলিশে শূরার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অনেক দাপ্তরিক কাজ তিনি একাই সম্পাদন করতেন। তিনি বলেন, মরহুম আমাকে নসীহত করতেন যে, যখনই জাগতিক সমস্যাবলী ও কষ্টের

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

খলীফার বাণী

জামাতের সদস্যদের উচিত তাকওয়া এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি সাধন করা, এটিই জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

সম্মুখীন হবে তখন দোয়ার পাশাপাশি নিজের দাপ্তরিক কাজে অধিক মগ্ন হয়ে যাও তাহলে আল্লাহ্ তা'লা দুশ্চিন্তা দূর করে দেন। অনেক সময় কর্মীদের ভুল হয়ে গেলে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে তাদের বুঝাতেন। একইভাবে অন্যান্য কর্মীরাও লিখেছেন যে, তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন, অন্য কর্মীদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করতেন।আঞ্জুমানের বিধি-বিধানের গভীর জ্ঞান রাখতেন। তার লিখনীও খুবই উন্নত মানের ছিল। খুব ভালো শব্দ চয়ন করতেন। যখনই কোন নতুন কলম নিতেন প্রথমে তা দিয়ে বিসমিল্লাহ্ লিখতেন, তারপর কাজ শুরু করতেন। যথাসময়ে অফিসে আসার বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। কিন্তু অফিসের সময় শেষ হলেই চলে যেতেন না, বরং কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকতেন। আর কখনো কখনো পুরো রাত বসে থাকতেন এবং পরবর্তী দিন সকালে ঘরে ফিরতেন। আমি যখন রাবওয়ায় ছিলাম তখন আমিও বিভিন্ন সময় তাকে এমনটিই করতে দেখেছি যে, অনেক কষ্ট করে অফিসে আসতেন এবং মাগরিবের সময়ও অফিস থেকেই নামায পড়তে যাচ্ছেন, এশার সময়ও সেখান থেকেই যাচ্ছেন এবংকখনো কখনো ফজরের সময়ও (অফিস থেকেই) আসতে দেখা যেতো। অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। কখনো এই চিন্তা করেননি যে, আমাকে ঘরে ফিরতে হবে বাঅফিস টাইম শেষ হয়ে গেছে। তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল কাজ, অর্থাৎ আমাকে জামা'তের কাজ করতে হবে। এছাড়া তার অনেক বড় একটি বৈশিষ্ট্য এটিও ছিল যে, তিনি কখনো কারো সাথে কোন বিষয় আলোচনা করতেন না, যে পত্রই আসতো তা গোপন থাকত এবং তিনি সর্বদা গোপনীয়তা রক্ষা করতেন। অনুরূপভাবে নাসের সাঈদ সাহেব লিখেন যে, ১৯৭৪ সনে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) ইসলামাবাদে জাতীয় সংসদে উপস্থিত হতেন তখন প্রাইভেট সেক্রেটারির কর্মীদের সাথে তিনিও সেখানে ছিলেন। দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশি তিনি অন্যদেরও সাহায্য করতেন। কর্মচারীদের সাথে তিনি বাসনপত্রও ধৌত করতেন। এককথায় নিঃসার্থব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তা র সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ততি ও বংশধরদেরও তার সৎকর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

রসূলের (সা.) জীবনে বিনয় ও নম্রতা

মাহমুদ আহমদ, বাংলাদেশ

পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে বিশ্বনবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফাকে (সা.) মহান আল্লাহ্ তা'লা রাব্বুল আলামীন এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। জাহিলিয়াতের যুগে যখন মানব সমাজ তাদের নিজস্ব পরিচয় মনুষ্যত্ব হারিয়ে ইচ্ছামাফিক ও স্বেচ্ছাচারী জীবন নিয়ে মত্ত ছিল, ঠিক তখনই মহান আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ব মানবকুলের জন্য রহমতস্বরূপ তাঁকে প্রেরণ করেন। যাকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'এই কুরআন যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা যদি কোনও পাহাড়ের প্রতি অবতীর্ণ করতাম,তাহলে তুমি অবশ্যই একে আল্লাহ্র ভয়ে বিনীত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখতে। আর এসব দৃষ্টান্ত আমরা এজন্য বর্ণনা করছি, যেমন মানুষ ঐশী বাণীর মহাত্ম্য বোঝার জন্য চিন্তা-ভাবনা করে। (সূরা আল হাশর, আয়াত: ২১) এ আয়াতে এই গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহানবীর (সা.) পবিত্র সত্তাই সেই সত্তা ছিল, যিনি বিনয় এবং নম্রতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে সব মানবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ছিলেন। এ কারণেই পবিত্র কুরআনের মত মহামর্যাদাপূর্ণ বাণী তার পবিত্র হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল।

শিশুকাল থেকেই তিনি (সা.) স্বল্পে তুষ্ট আর বিনয়ের উন্নত মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত উম্মে আইমন (রা.) বর্ণনা করেন,'আমি কখনোই নবী করীম (সা.) কে ক্ষুৎপিপাসার জন্য অভিযোগ করতে শুনিনি। ' বিশ্ব ইতিহাস সাক্ষী যে, মহানবী (সা.) সবচেয়ে সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি বস্তর ভাল গুণাগুণ বর্ণনার পাশপাশি যদি তার মধ্যে কোনও খুঁত থেকে থাকে, তাহলে তা বলে দিতেন। খোদার ইচ্ছা অনুসারে তিনি (সা.) আরবের পবিত্র এবং ধনী নারী হযরত খাদিজা (রা.)-এর সঙ্গে সর্বপ্রথম বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। হযরত খাদিজা (রা.)কে বিয়ে করার সুবাদে তিনি অঢেল ধন-সম্পদের মালিকানা লাভ করেন। তিনি বলেন, তিনি তা গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দিতে চান।, তাঁর পুণ্যবতী সহধর্মিণী একান্ত বিনয়ের সঙ্গে তাতে সম্মতি প্রকাশ করেন এবং বলেন, আপনি যেভাবে খুশি তা ব্যবহার করুন। এরপর তিনি (সা.) তা গরিবদেরর মাঝে বিলিয়ে দেন। অনুরূপভাবে এই বিয়ের ফলে সদাপ্রস্তুত সারি সারি ক্রীতদাসের দল তিনি লাভ করেন; কিন্তু এই মানব দরদী রসূল স্বীয় স্ত্রীকে বলেন, আমারই মত মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখা আমার পছন্দ নয়। তখন মহানবী (সা.)-এর অনুগত স্ত্রী এসব ক্রীতদাসকে স্বাধীন করে দেওয়ার অধিকার তাকে প্রদান করেন। ফলে তিনি(সা.) সব ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেন।

মানুষের হয় ধন-সম্পদের অহংকার থাকে অথবা বংশ মর্যাদার; কিন্তু কতই না মহান আমাদের নবী । তিনি এত ধন-সম্পদ, অর্থকড়ি এবং চাকর-বাকর পাওয়া সত্ত্বেও কখনও অহঙ্কার বা গর্ব করেন নি। বরং বিনয় ও নম্রতার একান্ত উন্নত এবং উত্তম আদর্শ স্বীয় অনুসারীদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। মানবজাতির সংশোধনের দায়িত্ব যখন মহানবী (সা.)-এর উপর অর্পণ করা হচ্ছিল আর হযরত জিব্রাইল (আ.) যখন হেরা গুহায় বলেন, 'ইকরা'। অর্থাৎ আপনি পাঠ করুন; তখন আল্লাহ্র মহিমার প্রতি দৃষ্টি রেখে নিজের যোগ্যতা ভুলে গিয়ে একান্ত বিনয়ের সঙ্গে তিনি(সা.) বলেছিলেন, 'মা আনা বিকারীইন' অর্থাৎ আমি পড়তে পারি না বা আমার মধ্যে পড়ার যোগ্যতা নেই। নবুয়্যত লাভ করার আগে স্বীয় দুর্বলতা স্বীকার করা ছিল মূলত সেই উন্নত পর্যায়ের বিনয়, যা মহানবী (সা.)-এর স্বভাব ও অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। অতএব, তিনি বিনয়ের সেই পোশাক পরিধান করেছিলেন , যা ইতিপূর্বে কোনও মানুষ অবলম্বন করেন নি।

বিনয় ও নম্রতা বলতে মূলত সেই অসাধারণ গুণের নাম,যা থেকে প্রকাশ পায়, শক্তিমত্তা সত্ত্বেও মানষ স্বয়ং নিজেকে অধম মনে করে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন 'আর মানুষের সঙ্গে গাল ফুলিয়ে কথা বলো না এবং পৃথিবীতে দম্ভভরে চলো না। আল্লাহ্ তা'লা অহঙ্কারী ও দাম্ভিককে পছন্দ করেন না।' (সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত: ৩৭) এর তিনি বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে দেখিয়েছেন। দৈনন্দিন লেনদেনের বেলায়, ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষেত্রে, একজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রচারক হিসেবে, একজন স্বামীর কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে, একজন পিতার দায়িত্ব পালনের বেলায়, মহান ন্যায় বিচারক হিসেবে, মোটকথা যে কোনও দিক থেকেই দেখা যাক না কেন, তিনি কখনওই ধৈর্য ও বিনয়ের আঁচল হাতছাড়া হতে দেন নি। কখনোই অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘাকে কাছে ঘেঁষতে দেননি। তিনি শান্তি ও সৌহার্দ্যের ধর্ম ইসলামকে যে শান-শওকত, ঐশ্বর্য ও প্রতাপের সঙ্গে তুলে ধরেছেন, তা একান্ত বিনয় ও নম্রতার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই তুলে ধরেছেন। ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে কোনও ধরণের জোর-জবরদস্তি, উগ্রতা, অবজ্ঞা ও ঘৃণাকে স্থান দেন নি।

মহানবী (সা.)-এর গোটা জীবন ছিল বিনয় ও নম্রতার দর্পণস্বরূপ। আমরা যদি মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চলি, তাহলে প্রতিটি পরিবার হতে পারে জান্নাতি পরিবার, প্রতিটি শহর হতে পারে শান্তির শহর, প্রতিটি দেশ হতে পারে শান্তিময় দেশ। তাই আসুন এই শ্রেষ্ঠ নবীর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করি।

****

বদর পত্রিকা সংরক্ষণ করুন

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের স্মারক 'বদর পত্রিকা' ১৯৫২ সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাদিয়ান দারুল আমান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণ করে চলেছে। এতে কুরআনের আয়াত, মহানবী (সা.)-এর হাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত ও লেখনী ছাড়াও সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাম্প্রতিক খুতবা ও ভাষণ, বার্তা, প্রশ্নোত্তর আকারে খুতবা জুমা, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সফরের ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞান সমৃদ্ধ ঈমান উদ্দীপক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর অধ্যায়ন করা, অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। এই সমস্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বদর পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যা যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দেওয়া আমাদের সকলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা সম্বলিত এই পবিত্র পত্রিকা সম্মানের দাবি রাখে। অতএব এটিকে বাতিল কাগজ হিসেবে বিক্রি করা এর সম্মানকে পদদলিত করার নামান্তর। যত্ন করে রাখা যদি সম্ভব না হয়, তবে সেগুলিকে অতি সাবধানে নষ্ট করে দিন যাতে এই পবিত্র লেখনী গুলির অসম্মান না হয়। আশা করা যায়, জামাতের সদস্যবর্গ এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিবেন এবং এর থেকে যথাসম্ভব উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রাখবেন।

(সম্পাদকীয়)

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

নবাগত আহমদীদের প্রতিক্রিয়া

আজকের দিন হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর হাতে ৩৭জন ব্যক্তি বয়আত গ্রহণ করেন, যারা ১৬ টি ভিন্ন জাতি থেকে এসেছিলেন। বয়আত করার পর তারা নিজেদের আবেগ অনুভুতির কথা ব্যক্ত করেছেন যা পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হল।

কোসেভা থেকে এক নবাগত আহমদী ইসকেন্দার আসলানী সাহেব, যিনি আলবেনিয়ান ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক, তিনি এবছরই বয়আত করেছেন। নিজের আবেগ অনুভুতির কথা জানিয়ে তিনি বলেন: ব্যবস্থাপনার অতি উচ্চমানের ছিল। অনেক খুঁজেও কোনও ত্রুটি চোখে পড়ে নি। ভাষণগুলির মানও অতি উৎকৃষ্ট মানের ছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ প্রভাব সৃষ্টিকারী ছিল। তিনি বলেন, যাত্রাপথের ক্লান্তি এতটাই ছিল যা বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। কিন্তু হযুর আনোয়ার (আই.) দেখে এবং তাঁর পিছনে প্রথমবার নামায পড়ার পর সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। আর মনে হচ্ছিল যে দীর্ঘ নিদ্রাযাপনের পর উঠেছি। বয়আত করা এক প্রকারের পুরস্কার যা আমাদের প্রত্যেককে মূল্যায়ান করা উচিত। কেননা এমন পরিবেশে এক হাতে একত্রিত হওয়াই সাফল্যের চাবিকাঠি।

দলের আরেক সদস্য ল্যাবিনট রেক্সহ্যাড সাহেব সেখানে একটি হাইস্কুলের অধ্যাপক, যিনি প্রথম বার জলসায় অংশগ্রহণ করছেন। তিনি বয়আত করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: জলসা সালানা আমাকে আবেগ তাড়িত করে তোলে। হুযুর আনোয়ার জ লসা সভায় প্রবেশ করার সময় নারাধ্বনি উচ্চকিত হওয়া এবং সেই সময় তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত শব্দ 'বসে পড়ুন' শোনামাত্র এত বিশাল জনসমুদ্রের এমনভাবে বসে পড়া আর কোথাও দেখা যায় না। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ যবতীয় প্রকারের জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিল, যা মানুষের মনোযোগকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। আমার মতে এই জলসা ৩ দিনের না হয়ে ৩০ দিনের হলেও তাতে ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোনও ত্রুটি চোখে পড়বে না। আমি আগামী বছরের জলসায় অংশগ্রহণের জন্য অধীর হয়ে আছি।

আমি বয়আত করব বলে মনঃস্থির করি নি, কিন্তু বয়আতের সময় মনের মধ্যে এমন প্রভাব সৃষ্টি হল যে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হাত উঠে গেল এবং অঙ্গীকার বাক্য পুনরাবৃত্তি আরম্ভ করে দিলাম।

কোসোভা দলের আরেক বন্ধু আফ্রিম হক্রাস সাহেব প্রথমবার সপরিবারে জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং পরিবারের পাঁচজনের সকলেই বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি বলেন, পূর্বে বয়আতের বিষয়টি নিয়ে আমার মনে ভয় ছিল যে কিভাবে হবে। আমার শরীর কাঁপছিল। কিন্তু হুযুরকে দেখার পর এবং বয়আত করার পর মনের মধ্যে প্রশান্তি আসে আর শরীরের কাঁপুনি বন্ধ হয়ে যায়।

কোসোভো দলেরই আরেক সদস্য মিনাটোর নালোকো প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন: নিজের আবেগ অনুভুতির কথা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করে মনে হল যেন জীবনের বৃত্ত সম্পূর্ণ হল, জীবন সফল হল। আমার দীর্ঘদিনের বাসনা ছিল এমন এক সত্তার সাক্ষাত পাওয়ার যিনি জগতবাসীকে নিয়ে চিন্তিত থাকবেন আর যার সঙ্গে সাক্ষাত করে আমার সকল সমস্যা ও কষ্ট দূর হয়ে যাবে। আমার এই জলসায় অংশগ্রহণ করা খোদার পক্ষ থেকে নিদর্শন ছিল আর বয়আত করার সময় মনে হচ্ছিল যেন আমি খোদার নিকটবর্তী হয়ে গেছি।

কিরঘিস্তান থেকে এক বন্ধু সালাহুদ্দীন সাহেব বলেন, জলসা আমার খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু প্রশ্ন করার সুযোগ পাওয়া যায় নি। আমি খলীফাতুল মসীহর সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাইছিলাম। আমার সেই বাসনা পূর্ণ হয়েছে। বয়আতের সময় আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। আজকেও নিজেকে অতি কষ্টে সংবরণ করেছি। আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে খলীফার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দান করেছেন। এমন মনে হচ্ছিল যেন আমি ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছি। জলসার দিনগুলি আমার জীবনের জন্য অসাধারণ ছিল।

সেভদিয়ান সুলেমানিস্কি নিজের অভিমত জানিয়ে বলেন: আজ আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করলাম। এই সম্মান লাভ করে আমি আপ্লুত। এবছর জলসায় বেশি সংখ্যক মানুষ লক্ষ্য করলাম। খাদ্য ও বাসস্থান উৎকৃষ্টমানের ছিল। খলীফার ভাষণও উচ্চকোটির ছিল। ইসলাম সম্পর্কে তিনি অসামান্য দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। বিশেষ করে যখন তিনি ইসলাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে এর ব্যাখ্যা করেন তা সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় তুলে ধরেন। আমার মতে ২০১৯ সালের জলসা ভীষণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

আজারবাইজান থেকে আগাসিফ ও আসগর জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। জলসার সময় তাঁরা হুযুর আনোয়ারের হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। নিজেদের আবেগ অনুভুতির কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে তারা বলেন, কখনও ভাবিনি যে আধ্যাত্মিকতার এমন উচ্চমার্গ দেখার সৌভাগ্য হবে যা খলীফাতুল মসীহ্র সত্তায় রয়েছে। মুরুব্বী মাহমুদ সাহেব আমাকে জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে এবং এর ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তথ্য দিতে শুরু করেছিলেন। এগুলি সবই আমার কাছে কৃত্রিম ও মিথ্যা রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। আমি তাঁর কথার প্রতি কর্ণপাত করতেও অস্বীকার করেছিলাম, কিন্তু জানতাম না যে সত্যের এই শক্তি শীঘ্রই আমাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে জামাতের সত্যতা এবং এর দ্বারা উপস্থাপিত দলিল-প্রমাণগুলি ভীষণ পোক্ত। ভিডিও তে দেখা দৃশ্যগুলি এখানে বাস্তবে চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য হল। হুযুরকে কাছে থেকে দেখার জন্য জুমার দিন প্রথম সারিতে গিয়ে বসেছিলাম। তাঁকে আসতে দেখে আধ্যাত্মিক আনন্দ অনুভব করেছিলাম। এই আধ্যাত্মিক আনন্দ সেই সময় আরও বেড়ে যায় যখন তাঁর মুখ থেকে কুরআন করীমের তিলাওয়াত শুনলাম। এমন মনে হচ্ছিল যেন এই কণ্ঠস্বর এবং এর আধ্যাত্মিক প্রভাব কেবল হুযুরের সঙ্গেই বিশিষ্ট। জলসায় অনেক মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গে সাক্ষাত করেই একইরকম সুখকর অনুভুতি জেগেছে, যা জামাতের সত্যতার নিশ্চিত দলিল।

আল্লাহ্ তা'লা আমাকে হুযুরের হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য দান করেছেন। প্রথমবার যখন এই সংবাদ দেওয়া হয়, তখন আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমি চার পাঁচ বার জিজ্ঞাসা করলাম যে, সত্যিই কি হুযুরের হাতে হাত রেখে বয়আত করব? আমার চোখদুটি অশ্রুসজল হয়ে ওঠে, সঙ্গে একথা চিন্তা করে বিচলিত হয়ে পড়ি যে আমি তো এর যোগ্য নই। এরপর আমি দরূদ পাঠ এবং ইসতেগফার করতে আরম্ভ করি। বয়আতের সময় আসা পর্যন্ত মুখে খাবার তুলতে পারি নি বা কোনও কাজ করতে পারি নি। আলহামদোলিল্লাহ্ বয়আতের সময়ও উপস্থিত হল। হুযুর আনোয়ার (আই.) যখন দীপ্তিজ্জ্বল মুখে উপস্থি হলেন, তখন আমার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এমন শক্তিশালী আধ্যাত্মিক উপলক্ষ্য দান করেছিলেন যে আমি বয়আত করার পরই সিজদায় লুটিয়ে পড়ি এবং সেই সত্তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যিনি এই অধমকে তাঁর অতি প্রিয় ও পবিত্র বান্দার হাতে বয়আত করার তৌফিক দান করেছেন। জলসার পর আমি জানতে পারলাম যে, হুযুরের সঙ্গে একবার সাক্ষাতের সুযোগ পাওয়া যাবে। সারা দিন আমার মনে অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। বয়আত করার সময় হুযুরের যে মুখখানি দেখেছিলাম তা বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল আর এই ভেবে মনে পুলক জাগছিল যে পুনরায় সেই চেহারা মনভরে দেখব। সাক্ষাতের সুযোগ যখন এল, তখন আমার মনের প্রশ্নগুলি যে কোথায় হারিয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। সব থেকে বেশি যে প্রশ্নটি আমাকে বিচলিত করে রেখেছিল এবং যেটি স্মরণে ছিল তা হল জলসার পর দেশে ফিরে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার এই মান কি বজায় থাকবে? কিম্বা সেই মান কিভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখা যাবে? আলহামদোলিল্লাহ্ হুযুর আনোয়ার আমার সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। তাঁর উত্তর আমাকে আশ্বস্ত করেছে। তিনি বলেছেন নামাযে সূরা ফাতিহার ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম' এবং ইসতেগফার করা এই সমস্যার সমাধান। আমি এখান থেকে সংকল্প করে যাচ্ছি, আগামী বছর জলসা পর্যন্ত এই উপদেশ পালন করে যাব এবং আগামী জলসায় হুযুরকে এসে সেকথা জানাব।

অস্ট্রিয়া থেকে ফাতিমা সামরিল বাবিদী সাহেবা লেখেন: আমি জার্মানী জলসার সময় ৭ই জুলাই বয়আত করেছি। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে দোয়ার আবেদন করছি যেন আমার বয়আত আশিসময় হয় আর আমার কোনও ভুল-ত্রুটি বয়আতের অঙ্গীকার ভঙ্গ না করে। আল্লাহ্ করুন আমি যেন নিজের মধ্যে সেই পরিবর্তন আনতে সক্ষম হই যা হযরত মসীহ মওউদ 'ইসলামী নীতি দর্শন' পুস্তকে বর্ণনা করেছেন। আমি ২০১১ সালে সপরিবারে বয়আত করেছিলাম। দুই মাস পর আমার মেয়ে আঠারো বছরে উপনীত হবে। ছোটবেলা

থেকেই আমার ইচ্ছে ছিল নিজে বয়আত করার। আমি ২০১১ সাল থেকে বয়আত ফর্ম সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম নিজে উপস্থাপন করব বলে আর হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর হাতে নিজে বয়আত করব বলে। আমি তৃতীয় বার জামাতের কোনও জলসায় অংশগ্রহণ করছি। অনুবাদ এবং আরব অতিথিদের তবলীগে আমার ডিউটি ছিল। এত তবলীগ করার তৌফিক পেয়েছি যে আমার গলা বসে গেছে। আমি অনুভব করলাম যেন এক আলোকময় পথের সফর করছি আর আল্লাহ্ তা'লার জামাতের সঙ্গে রয়েছি। এসব কিছুই হুযুর আনোয়ারের আশিসময় খিলাফতের ছায়ার কারণে হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা যিনি তাঁর ও আমাদের মাঝে খলীফাকে সেতুবন্ধন হিসেবে রেখেছেন, আর তিনি আমাদেরকে নিজের এবং খলীফার নৈকট্য দান করেছেন।

এক কুর্দ তরুণী নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: কয়েক বছর পূর্বে আমার মা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিল, কিন্তু আমি সেই সময় প্রস্তুত ছিলাম না। কয়েক মাস থেকে আমার কাছে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠছে, কেননা অমি আহমদীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা দেখেছি আর আজ হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে, তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমার মনে সকল দ্বিধা দূর হয়েছে। গত বছরও আমি এসেছিলাম, কিন্তু তখন মনের অবস্থা এমন ছিল না, যেমনটি আজ হয়েছে। আমি তাঁর সত্তায় আলোর উৎস লক্ষ্য করেছি। আমার মা এখন খুব আনন্দিত হবেন, কেননা এখন আমি প্রবলভাবে আহমদী হওয়ার তাগিদ অনুভব করছি।

ডক্টর মহম্মদ আল মাহমুদ সাহেব বলেন: দুবছর পূর্বে প্রথম বার জলসায় এসে ভীষণ আশ্চর্য হই আর এটি আমার কাছে একেবারেই নতুন বিষয় ছিল যে আহমদীরা দাবি করে, মাহদী ও মসীহ নাকি এসে গেছেন, অথচ আমরা তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমার মনে একাধিক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমরা একথা শুনে এবং পড়ে বড় হয়েছি যে, মাহদী আরব বংশোদ্ভুত হবেন। তাঁর নাম হবে মহম্মদ বিন আব্দুল্লাহ। এই দল ধর্মীয় নাকি রাজনৈতিক? এই ধরণের আরও অনেক প্রশ্ন আমাকে ঘিরে রেখেছিল। প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়ার জন্য আমি পরের বছর পুনরায় জলসায় আসি, যেখানে আহমদী ভাইয়েদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতে থাকে। জলসার পরেও আহমদীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বজায় থাকে আর ক্রমেই আমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে থাকি। আর আমার মনে এই ধারণ বদ্ধমূল হতে থাকে আহমদীরাই প্রকৃত মুসলমানের সমস্ত গুণ নিজেদের মধ্যে রাখে। কাজেই আমি জামাতের ভালবাসায় প্রভাবিত হয়ে বয়আত করতে মনঃস্থির করি। তিনি বলেন: জামাতের মানুষের মধ্যে যে ভালবাসা পাওয়া যায়, আল্লাহ্ তা'লা যদি এর বীজ এদের হৃদয়ে বপন না করতেন,তবে কখনও এই ভালবাসা সৃষ্টি হতে পারত না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি এই অধমকে জলসায় হযরত আমীরুল মোমেনীন (আই.) এর হাতে বয়আত করার তৌফিক দান করেছেন। বয়আতের সময় হুযুরের মুখের পানে চেয়ে বয়আতের অঙ্গীকারগুলি উচ্চারণ করার সময় মনের মধ্যে আবেগ সৃষ্টি হচ্ছিল তা বর্ণনা করা কঠিন। আমি সৌভাগ্যবান, আমাকে আল্লাহ্ তা'লা হুযুরের হাতে বয়আত করার তৌফিক দান করেছেন। আমি জানি লক্ষ লক্ষ হৃদয় এই বরকতময় হাতের স্পর্শ পাওয়ার জন্য ব্যকুল হয়ে আছে। বয়আত যদি পাঁচ ঘন্টা অবধিও অব্যাহত থাকত, আমি বিন্দুমাত্র বিরক্ত হতাম না, বুঝতেও পারতাম না কিভাবে সময় পার হয়ে যেত। জলসা শেষে সাক্ষাতের সময় হুযুরকে অনেক কিছু বলতে চাইছিলাম, কিন্তু আবেগের উচ্ছ্বাসে কিছুই বলতে পারি নি।

ফুয়াদুন নাযযাল সাহেব এক সিরিয়াবাসী, বর্তমানে যিনি জার্মানীতে বসবাস করছেন। তিনি বলেন: জামাতের সঙ্গে পরিচিতি লাভের পূর্বে আমি আল্লাহ্ তা'লার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতাম, ক্রমশ অধঃপতিত হওয়া মুসলমানদের অবস্থার উপর দৃষ্টি দিতাম, আর চিন্তা করতাম এদের অবস্থার সংশোধন কবে হবে। এরপর আমি জার্মানী চলে আসার পর ইউরোপে আরব বন্ধুদেরকে দেখে ভাবতাম যে এদের দ্বারা কি ইউরোপে ইসলামের প্রসার হবে? যেরূপ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে শেষ যুগে ইউরোপে ইসলামের প্রসার ঘটবে। এরই মাঝে এক আহমদী বন্ধুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়, যিনি আহমদীয়াত সম্পর্কে বলা আরম্ভ করেন। প্রথমে আমি তাঁর বিরোধীতা করি, কিন্তু জামাতের বই-পুস্তক অধ্যয়নের পর আমি জলসায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিই। জলসা দেখার পর আমি চিন্তা করলাম যে, এত বিপুল সংখ্যক মানুষ কিভাবে এক ব্যক্তির হাতে একত্রিত হল আর তারা পরস্পর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হল! আমি তাহাজ্জুদে অনেক দোয়া করলাম যে হে খোদা! যদি এই জামাত সত্য হয়, তবে আমাকে এই জলসায় বয়আত করার তৌফিক দাও। এই জলসাতেই আমি আশ্বস্ত হয়ে বয়আত করি। কিন্তু আমার স্ত্রী বয়আত করতে অস্বীকার করে। আমি তাকে বোঝাই যে তুমি বই-পুস্তক পড়, খোদার কাছে ইস্তেখারা কর। তিন মাস পর আমার স্ত্রী ইসতেখারা করার পর স্বপ্নে দেখল অনেক মানুষ একত্রিত হয়েছে, যাদের ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটি সাদা পায়রা। আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, এই পায়রাটি কি? তখন তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উত্তর দিল, এই পায়রাটি ইসলামের প্রসারের জন্য কুদুস-এর এলাকায় এসেছে। এই স্বপ্নটি আমার স্ত্রীর হৃদয় উন্মুক্ত করে দেয়। জলসায় অংশগ্রহণ করে সেও বয়আত করে।

তিনি বলেন: আমি যারপরনায় আনন্দিত যে আল্লাহ্ তা'লা আমার পুরো পরিবারকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করার তৌফিক দিয়েছেন। এখন আমি নিজের সমস্ত আত্মীয়স্বজনদেরকে জামাতের সুন্দর শিক্ষা পৌঁছে দিতে চাই। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

লেবাননী বংশোদ্ভূত কামাল আলওয়ান সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: আমার একটি রেস্টোরেন্ট ছিল, যেখানে মহম্মদ শাহদাহ নামে এক আহমদী বন্ধু প্রায় আসতেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'আমি আপনাকে একটি কথা বলতে চাই। সেই কথাটি হল এই যে ইমাম মাহদী এসে গেছেন, এমনকি তিনি গতও হয়েছেন।' তিনি চলে যাওয়ার পর আমি চিন্তা করলাম কে এই ব্যক্তি? কিছু দিন পর তিনি পুনরায় এসে বললেন, ইমাম মাহদী এসে গেছেন। আরও একদিন তিনি দাজ্জাল এবং ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু ইত্যাদি কিছু বিষয় স্পষ্ট করেন। আমার জন্য এগুলি অদ্ভুত বিষয় ছিল যা আমার অন্তরে স্থান করে নিয়েছিল। আর এগুলি জামাত সম্পর্কে আরও জানার জন্য আমার মধ্যে উদ্দীপনা জাগাচ্ছিল। এরপর তিনি আমাকে জলসায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান যা আমি সানন্দে গ্রহণ করি।

জলসায় জামাতের সত্যতার জন্য আমার কাছে সব থেকে বড় দলিল ছিল এত বিপুল জনসমাগম সত্ত্বেও সুসংহত ব্যবস্থাপনা। জলসা চলাকালীন এক ব্যক্তি আমাকে বলেন, ইনি খলীফাতুল মুসলিমীন। এর পর আমি আহমদীদেরকে অনেক প্রশ্ন করি, যেগুলির উত্তর তারা অত্যন্ত বিনয় সহকারে দিয়েছেন। ক্রমেই আমার হৃদয় আহমদীয়াতের সত্যতা সম্পর্কে আশ্বস্ত হয়। আমি চিন্তা করলাম আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি কি না, তাই এখনই বয়আত করে নেওয়াই শ্রেয়। তাই আমি বয়আত করেছি। অনুরূপভাবে আমার দুটি স্বপ্নও জামাতের সত্যতার কারণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার এক ছেলেও বয়আত করেছে। আমি চাই আমার অন্যান্য সন্তানেরাও বয়আত করুক। আমি 'আল হাওয়ারু মুবাশির' এবং জুমআর খুতবাগুলি মনোযোগ সহকারে শুনে থাকি। আমার নিকট হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে বয়আতের দশটি শর্ত নিছক কয়েকটি শর্তই নয়, বরং এগুলি ঐশী কর্মসূচি। বয়আতের পূর্বে আমি দোয়া করতাম যে, খোদা তা'লা আমাকে ইমাম মাহদীকে দেখার তৌফিক দান কর। জামাতের বাইরে আমার পূর্বের জীবন নিয়ে অনুশোচনা হত। এজন্য আমি প্রত্যেক আহমদীকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই, কেননা, এরা মহম্মদ (সা.)-এর ধর্মের প্রসার করছেন। এখন আমি নিজের স্ত্রী-সন্তান এবং নিজের কাজ নিয়ে চিন্তিত নই, বরং চিন্তা করি যে আমার কাছে যেন এত পরিমাণ অর্থ থাকে যা জামাতের উন্নতির জন্য খরচ করতে পারি আর জামাতের খিদমত করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আমীন।

যুগ ইমামের বাণী

"যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুগুলিকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ প্রিয়ভাজন হওয়ার সম্মান লাভ হতে পারে না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৪))

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

পেলাম বেয়া নামে এক অতিথি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি হুযুর আনোয়ারের হাতে বয়আত করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। এরজন্য আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন। হুযুর আনোয়ার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমি কেন আহমদী হয়েছি। আমি উত্তর দিলাম, সংশয় থেকে দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে এবং অন্ধকার থেকে আলোর দিকে সফর করার কারণে আমি আহমদী হয়েছি। আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ। একবছর পূর্বে আমি ঈমানশূন্য ছিলাম। এবছর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ঈমানের সম্পদ দান করেছেন। আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা এমন পরিবেশে যেখানে ধর্মের কোনও স্থান নেই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা জলসায় অংশগ্রহণ এবং হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যমে আমাকে ঈমানে সুসজ্জিত করেছেন।

বেসিম জোযি নামে এক নবাগত আহমদী বলেন: আমি এক দিন পূর্বে অর্থাৎ জলসার শেষ দিনে বয়আত করেছি। এরজন্য আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে কৃতজ্ঞ।

এক নবাগত জার্মান আহমদী মহিলা লেখেন: আমি প্রথম বার মাইকে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কণ্ঠস্বর শুনে ভেবেছিলাম, তিনি আমার খুব কাছে আছেন। তাঁর কণ্ঠ আমার অন্তরাত্মায় প্রবেশ করেছে। আমার সেই সময়ের মনের অবস্থা এবং আবেগ অনুভুতি বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমার মনে হচ্ছিল যেন কাঁধ থেকে কোনও বোঝা নেমে গেছে। আর আনন্দ ও স্বস্তির অনুভুতি আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আমি উপলব্ধি করলাম, যে স্বস্তি ও আধ্যাত্মিকতার সন্ধানে আমি ছিলাম, তা আজ আমি পেয়েছি আহমদীয়াতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে । হুযুরের কণ্ঠস্বর শুনেই আমি বয়আত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। বয়আত করার পরের দিনই আমরা নবাগত আহমদী মহিলারা হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। সাক্ষাতের সময় আমার জন্য এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছিল। আর তা হল হুযুর আনোয়ার আমাকে সম্বোধন করে কথা বলেছেন। তাঁর নৈসর্গিক ব্যক্তিত্ব থেকে এমন ভালবাসা, প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক আকর্ষণ অনুভব করা যাচ্ছিল যা বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই জলসা থেকে অনেক আধ্যাত্মিক উপহার নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। এখন বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জনের পর আহমদী মুসলমান হিসেবে নিজের জীবন আরম্ভ করেছি ।

ফাইরিকযাদা আলিয়েব সাহেবও জলসায় বয়আত করার তৌফিক পান। তিনি কুর্দ বংশোদ্ভুত এবং কাযাকিস্তানের বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি জার্মানীতে শরণার্থী হিসেবে আছেন। চার বছর পূর্বে শরণার্থী শিবিরের অপর এক সঙ্গী ডক্টর আযীযের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: দুই বছর পূর্বে আমি যখন প্রথম বারের মত জার্মানীর জলসায় অংশগ্রহণ করার সময় জামাতের বই-পুস্তক অধ্যয়ন করেছিলাম। এছাড়াও মুবাল্লিগ সাহেবের কাছে সরাসরি এবং ফোনে জামাতের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। জলসার পরিবেশ, হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। আর সেই সময়ই আমি বয়আত করার জন্যও প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু সেই সময় কিছু পারিবারিক সমস্যা এবং অসুস্থতার কাছে আমাকে হার মানতে হয়েছিল। এই কারণে বয়আত করার বাসনা কোথাও চাপা পড়ে গিয়েছিল। এই দুই বছরে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন। জামাতের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে। জামাত সম্পর্কে আরও অধ্যয়ন করারও সুযোগ হয়েছে, যা দু বছর পূর্বেকার আমার নেওয়া সিদ্ধান্তকে আরও দৃঢ়তা দান করে, যা আমি কখনও কারো কাছে প্রকাশ করি নি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে এই জলসায় মুক্তমনা হয়ে বয়আত করার তৌফিক দিয়েছেন। আমার স্ত্রী আরও গভীর অধ্যয়ন করছে, তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল।

অপর এক নবাগত জার্মান মহিলা গত বছর বয়আত করেছিলেন। তিনি লেখেন- গত বছর বয়আত করার পর আহমদী হিসেবে এটি আমার প্রথম জলসা ছিল। এই এক বছর কিভাবে কেটে গেল বোঝাই গেল না। জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমার এমন মনে হচ্ছে যেন আমি নিজের বাড়ি পৌঁছে গেছি। জলসা সালানার প্রতিটি মুহূর্ত আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ ছিল। সমস্ত বক্তৃতাই, বিশেষ করে হুযুরের ভাষণগুলি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ছিল। প্রতিটি শব্দ যেন আত্মার গভীরে প্রবেশ করছিল। গত বছর আমি অতিথি হিসেবে এসেছিলাম, আর এবছর আমি স্বাগতিক হিসেবে অতিথিদের সেবা করার সৌভাগ্য পাচ্ছিলাম। এ বিষয়টি আমার জন্য এতটাই সুখকর ছিল যা বর্ণনা করার মত নয়। আমি জামাত আহমদীয়াকে সেই সময় পেয়েছি যখন শান্তি, ভালবাসা ও আধ্যাত্মিকতার সন্ধানে আমি ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

তিনি বলেন: যে খোদা আমাকে এই সেলসেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন, আমি চাই তাঁর অধিকার সর্বাত্মকভাবে প্রদান করার চেষ্টা করতে। আমাকে এই দলের অংশ করে নেওয়ার জন্য এবং এভাবে অতিথিদের সেবা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। আমি জানি না যে খোদা তা'লা আমার কোন্ পুণ্যের প্রতিদানে আমাকে জামাতের অন্তর্ভুক্ত করার তৌফিক দিয়েছেন। তবে এটুকু নিশ্চয় জানি যে যদি সারাটি জীবনও সিজদারত থাকি, তবুও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারব না। জলসা সালানা আত্মার জন্য এক প্রশিক্ষন শিবির। আমাদের সৌভাগ্য যে হুযুর আনোয়ার সশরীরে আমাদের মাঝে বিদ্যমান। হুযুর আনোয়ার যখন ভাষণ প্রদানের জন্য জলসা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করছিলেন, সেই সময় একথা ভেবে আমার চোখের জল বাধা মানছিল না যে আজ থেকে তিনি আমারও হুযুর, আমিও তাঁর হাতে বয়আত করার তৌফিক পেয়েছি। তাঁর প্রতিটি শব্দ আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরিয়েছে। সমবেত কণ্ঠের নযম সমাপ্ত হয়েছে, তবুও আমি কাঁদতে থেকেছি। আমার পাশে বসে থাকা জার্মানীর আরেক বোন আমাকে বুকে টেনে নিয়েছে আর আমরা দুজনেই অঝোরে কাঁদতে থেকেছি। এগুলি অশান্তির অশ্রু ছিল না, বরং আনন্দের অশ্রু ছিল যা শান্তির আলিঙ্গনে আবদ্ধ হওয়ার পর আবেগের উচ্ছ্বাসে বয়ে চলেছিল। হে আমার প্রিয় খোদা! আমাদেরকে সোজা পথ দেখানোর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

৮ই জুলাই, ২০১৯

আজকের হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি ছিল বিভিন্ন দেশ থেকে অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত। রাশিয়া, তাজাকিস্তান এবং এস্টোনিয়া থেকে আগত অতিথিদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাত করেন।

হুযুর আনোয়ার অতিথিদের কাছে জলসার বিষয়ে জানতে চাইলে তারা বলেন, জলসা খুবই উন্নত মানের ছিল, সুসংসহ এবং ব্যাপক আকারের ছিল।

এস্টোনিয়ার থেকে আসা এক অতিথিকে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি নবাগত আহমদী, সূরা ফাতিহা আরবীতে মুখস্ত করার পর এর অনুবাদ শিখুন এবং বার বার পাঠ করুন। ইইয়াকানাবুদু ওয়া ইইয়াকানাসতাঈন, বার বার পাঠ করুন। খোদা তা'লার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করুন এবং তাঁরই ইবাদত করুন। এছাড়াও ধর্মীয় বিষয়াদি সম্পর্কেও জানুন, নিজের সংশোধন করুন।

মস্কো থেকে আগত এক নবাগত আহমদী বলেন,আমি এক বছর পূর্বে আহমদী হয়েছি।' হুযুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার ধর্মীয় পৃষ্ঠভূমি কি? ভদ্রলোক উত্তর দেন, আমি পূর্বে ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতাম। কুড়ি বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম আর এখন এক বছর পূর্বে আহমদী হয়েছি।

তাঁর একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, শেষ যুগে মসীহ ও মাহদী রূপে একজন সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটবে, যিনি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। সেই মসীহ ও মাহদী এসেছেন আর তিনি হলেন জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তিনি নিজের পুস্তকে কুরআন করীমের ত্রিশটি আয়াত লিপিবদ্ধ করে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ করেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, সমস্ত মুসলিম মসীহ্‌র পুনরাগমণের প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু আমাদের দাবি যে মসীহ্‌র আগমণের প্রতিশ্রুতি ছিল, তিনি এসে

এরপর ২ পাতায়....

যুগ খলীফার বাণী

"আপনাদের যাবতীয় চিন্তা জাগতিকতাকে ঘিরে যেন না হয়, বরং ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতিই যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়। এর ফলে জাগতিকতা ও ধর্ম, উভয় দিকই লাভ হবে।"

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: **Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)**

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: **Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)**

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 5 Mar , 2020 Issue No.10

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

নিজেদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি করুন, আর তাকওয়া নামে নয় বরং পুণ্যকর্মের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।

খোদা তা'লার সঠিক অর্থে ইবাদত তখনই হবে যখন আমরা নামায প্রতিষ্ঠাকারী হব। প্রত্যেক আহমদীকে নিজের নিজের নামাযের সুরক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

আপনি যদি নিজে নামায কায়েমকারী হন আর সন্তান-সন্ততিকেও নামাযের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, তবে তরবীয়ত সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যাবলীর সমাধান নিজেই হয়ে যাবে।

লাজনা উমাউল্লাহ্ হল্যাণ্ডের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে 'খাদীজা' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার জন্য সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) -এর বিশেষ বার্তা

জামাত আহমদীয়া হল্যাণ্ডের লাজনা ইমাউল্লাহ্র প্রিয় সদস্যাবর্গ

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু

আমি একথা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, লাজনা ইমাউল্লাহ্ হল্যাণ্ড তাদের স্থাপনার পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে জুবিলী উদযাপন করছে। আর এই উপলক্ষ্যে তারা 'খাদিজা' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে আগ্রহী। আল্লাহ্ তা'লা এটিকে সার্বিকভাবে কল্যাণমণ্ডিত করুন। আমীন।

মাননীয়া লাজনা সদর সাহেবা এই উপলক্ষ্যে আমাকে বার্তা প্রেরণের অনুরোধ করেছেন। আমার বার্তা হল, এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর যে উদ্দেশ্য ছিল, আপনারা যেন সেটিকে কর্মযোগে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের ক্ষেত্রে দৃষ্টিপটে রাখেন এবং খিলাফতের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখতে এটিকে ব্যবহার করেন।

১৯২২ সালের ২৫ সে ডিসেম্বর হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) লাজনা ইমাইল্লাহ্র গোড়াপত্তন করেন। তিনি একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যাতে তিনি কাদিয়ানের এমন সব আহমদী মহিলাদেরকে আহ্বান জানান যারা উপরোক্ত বিষয়গুলিতে সহায়ক ও একমত হবে। যাতে সেই সকল উদ্দেশ্যাবীল অর্জনের জন্য একসাথে কাজ আরম্ভ করা যায়।

তাঁর দৃষ্টিতে এই উদ্দেশ্য ছিল যে, মহিলারা নিজেদের পাশাপাশি অন্যদেরও জ্ঞান বৃদ্ধি করবেন। তাদের নিজস্ব আঞ্জুমান হবে, যার নিয়ম-কানুনও থাকবে। তারা জলসায় ইসলামী বিষয়াদি নিয়ে নিজেদের লেখা প্রবন্ধ পাঠ করবে।

ইসলাম সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের লেকচারের আয়োজনও করুন। মহিলা আঞ্জুমানের সমস্ত কার্যবিধি যুগ খলীফা দ্বারা প্রস্তুত স্কীম এবং তার উন্নতির উদ্দেশ্যে হবে। জামাতের ঐক্য ও সংহতির জন্য তারা ধর্মীয় শিক্ষানুসারে প্রত্যেক ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবে। চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক সংশোধন এবং এর উপায়গুলি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার কথাটি যেন তাদের দৃষ্টিতে থাকে। শিশুদের তরবীয়তের ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্বকে বিশেষ মনোযোগ সহকারে বুঝুন, যাতে তাদের ধর্মীয় জীবন সক্রিয় থাকে। তাদেরকে কষ্ট সহনকারী হিসেবে গড়ে তুলুন, ধর্মের বিষয়ে অবগত করুন। তাদের মধ্যে খোদা, রসূল, মসীহ মওউদ (আ.) এবং খলীফাগণের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্যের প্রেরণা সৃষ্টি করুন। তাদের মধ্যে জীবন উৎসর্গীকরণের স্পৃহা জাগান। সংগঠনের সদস্যারা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করুন এবং অপরের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করবে। ধৈর্য ও উদ্যমশীলতার গুণ প্রদর্শন করুন। মানুষের হাসি-বিদ্রুপের সম্মুখীন হওয়ার সাহস তৈরী করুন। যাতে অন্যান্য মহিলাদের জন্য এটি শিক্ষণীয় বিষয় হয়। এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য মহিলাদেরকেও সমচিন্তক বানাতে হবে। জামাত কোনও বিশেষ দলের নাম নয়। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সকলের সমষ্টি হল জামাত। পারস্পরিক ভালবাসা এবং সাম্য তৈরী করার চেষ্টা করা উচিত। সকল সাহায্য ও সফলতা খোদার পক্ষ থেকে আসে। এই জন্য দোয়া করা উচিত যে সেই উদ্দেশ্যাবলী খোদার পক্ষ থেকে আসে যেগুলি আমাদের সৃষ্টির মধ্যে দৃষ্টিতে রাখা হয়েছে।' শুরুতে তেরো জন মহিলা স্বাক্ষর করেন যারা হুযুর (রা.)-এর নির্দেশে হযরত উম্মুল মোমেনীন (রা.)-এর বাড়িতে একত্রিত হন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন এবং এরই মাধ্যমে লাজনা ইমাউল্লাহ্র গোড়পত্তন হয়। হুযুর (রা.)কে ইলহামের মাধ্যমে বলেন, যদি তুমি পঞ্চাশ শতাংশ মহিলাদের সংশোধন করতে সক্ষম হও, তবে ইসলামের উন্নতি সুনিশ্চিত হবে। এই কারণেই তিনি লাজনা ইমাউল্লাহ্র তরবীয়ত এবং সংগঠনের প্রতি সর্বদা খুব বেশি মনোযোগী থেকেছেন।

অতএব এই উদ্দেশ্যাবলীকে সব সময় দৃষ্টিপটে রাখুন যে উদ্দেশ্যে লাজনা ইমাউল্লাহ্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এরজন্য যুগ খলীফার নিকট দোয়া এবং দিক-নির্দেশনা নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা যদি এই প্রাথমিক উপদেশটুকু দৃষ্টিপটে রাখেন, তবে ইনশাআল্লাহ্ আপনাদের সমস্ত অনুষ্ঠান ও প্রকল্পগুলি সফল হবে। আর আপনাদের প্রতিটি পদক্ষেপ উন্নতির দিকে অগ্রসর হবে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

ওয়াসসালাম

মির্যা মসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯)

****

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

"দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।"
(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir